শ্রীশ্রীদুর্গা।

# বিধবাবিবাহ অনুচিত নামক গ্রন্থ।

যশোহর

হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার অনুমতিমতে

এবং

সভার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের অনুমোদন ক্রমে

শ্রীজনমেজয় শর্ম্মা ঘটক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।



শ্রীমতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত।

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

শ্রাবণ, ১২৯১ সাল।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

# বিধবাবিবাহ অনুচিত নামক গ্রন্থ।

যশোহর

হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার অনুমতিমতে

এবং

সভার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের অনুমোদন ক্রমে

শ্রীজনমেজয় শর্ম্মা ঘটক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।



শ্রীমতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত।
২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।



শ্রাবণ, ১২৯১ সাল।

# বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহু দিবস হইল বিধবা বিবাহের উদ্যোগী হইয়া তাঁহার পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদনন্তর ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন জারি হইয়া ক্রমশঃ কয়েকটী বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু সাধুসমাজে ঐ কার্য্য স্বীকার না হওয়ায় বিবাহকর্ত্তা ও দাতা প্রভৃতিরা সমাজে অচল হইয়াছিলেন তন্মধ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিবাহিতা বিধবা পত্নীর মৃত্যু হওয়াতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে কথঞ্চিত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।আর আর সকলেই বর্জ্জিত আছেন তৎপরে ব্রাহ্ম-সমাজে কয়েকটী বিবাহ হইয়া সাগরের জল মৃদুভাবে চলিতেছিল হঠাৎ শৈবাল জাল মণ্ডিত বেগবতী নদীর পঙ্কিল জল প্রবল হইয়া সাগরে প্রবেশ করাতে পুনরায় সাগরের স্রোত ও তরঙ্গ সকল যেন বেগে বহিতে লাগিল ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় কেননা যে কথা লোকে স্বপ্নেও ভাবে নাই হঠাৎ তাহাই উপস্থিত অর্থাৎ সমাজরক্ষক নলডাঙ্গার রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেব রায় মহাশয় সম্প্রতি একটী বিধবার বিবাহ নির্ব্বাহ করাইয়াছেন। এবং স্বয়ং কৃতসংকল্প হইয়া আরো কয়েকটী বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইয়া স্থানে স্থানে মুদ্রিত করা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বোধ হয় রাজা মহাশয়ের করুণাবলে আরো কএকটী বিধবা কামিনীর পুনর্ব্বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে। এই সকল কার্য্য দর্শনে যশোহরের ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্য মহোদয়গণ বিস্মিত হইয়া বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ হইবার মানসে বক্তৃতা করণের ভার আমার প্রতি অর্পণ করায় আমি যথাসাধ্য ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছিলাম যে হিন্দু বিধবার বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পাপিষ্ঠ পুনর্ভূ বিবাহ ও পৌনর্ভব পুত্র যে প্রচলিত ছিল তাহা কলি-যুগের প্রচলিত ব্যবস্থা মূলক ধর্ম্মশাস্ত্র সকল দ্বারা রহিত হইয়াছে। এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশরসংহিতার যে বচন অবলম্বন করিয়া বিধবাগণের পাতিব্রাত্য ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিয়াছেন ঐ বচন আদৌ বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে না থাকা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বরং তাহা বাগ্‌দত্তার প্রতি যে উক্ত

হইয়াছিল তাহাও রহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্র সকল অর্থান্তর করিয়া যে মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন তৎসমুদায় স্পষ্টরূপে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ফলতঃ বিধবা বিবাহ যেরূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ তদ্রূপ যুক্তিবিরুদ্ধও হইতেছে। যদিও আমি জেলা নদীয়ার জজআদালতে ওকালতি করিতাম প্রয়োজন বশতঃ জেলা যশোহরে আসিয়া কার্য্য করিতেছি কিন্তু যে সময় ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম তৎকালীন কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতমহোদয়গণ তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা মৎকৃত অর্থ সকল শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া অনুমোদন করেন তাহাতে ধর্ম্মরক্ষিণী সভার কর্ত্তৃপক্ষ হইতে ঐ বক্তৃতা সকল মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গীয়ভাষায় অনুবাদ সহ লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি করায় বিধবা বিবাহ অনুচিত নামে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া উক্ত মহোদয়গণের করকমলে অর্পণ করাতে তাঁহারা এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন হইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই পুস্তক সমাজের গ্রহণীয় ও পাঠ্য হইলে শ্রম সফল হইবেক। পরন্তু মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির কৃতগ্রন্থে অবশ্যই দোষ থাকিতে পারে এজন্য পাঠকমহোদয়গণ সমীপে নিবেদন এই যে ইহাতে প্রকৃত দোষ দৃষ্ট হইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবেন তাহা সম্মত হইলে পশ্চাৎ সংশোধন করা যাইবেক কেননা সাধারণের ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে সকল গ্রন্থ প্রচার হয় তাহা দোষশূন্য হওয়াই উচিত নিবেদনমিতি।

শ্রীজনমেজয় শর্ম্মা<br>
যশোহর, ১২৯১ সাল।

শ্রীযুক্ত জন্মেজয় ঘটক মহোদয় প্রণীত এই পুস্তক যশোর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভায় তৎকর্ত্তৃক অর্পিত হওয়ায় সভাস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এই পুস্তক শাস্ত্রসঙ্গতরূপে লিখিত হওয়া বলিয়া আনন্দের সহিত অনুমোদন করিলেন। এবং গ্রন্থকর্ত্তা অতীব পরিশ্রম সহকারে অল্প সময়ের মধ্যে নানা শাস্ত্র হইতে ঋষিবচনাদি উদ্ধৃত করিয়া বিশুদ্ধরূপে শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করায় তাঁহাকে শত শতবার ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। দেশে স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত এই পুস্তক প্রচার করণার্থে মুদ্রিত হইল।

শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়<br>
সভাপতি, হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা, যশোহর।

# বিধবা বিবাহ অনুচিত নামক গ্রন্থ।

ইহাতে

বিধবা বিবাহের নিষেধ ও অনুকূল বিধি একস্থানে পর্য্যায়ক্রমে দৃষ্ট করিলে সিদ্ধান্ত হয় যে বিধবার বিবাহ প্রচলিত হওয়া অনুচিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়বারের চতুর্থ সংস্করণ পুস্তকের পত্রাঙ্কক সকল বিঃ পৃ বলিয়া লেখা থাকিবেক। এবং বি, সা, ম, ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝাইবেক। ও তাহাই পাঠ করিতে হইবেক। প্রথমে নিষেধ বিধি দেখান যাইতেছে।—

বেদ।

নৈকস্যাবহবঃ সহপতয়ঃ। বিঃ ৭২ পৃ।

এক স্ত্রীর এককালীন বহুপতি হইতে পারে না। যদি বল যে সময় ভেদে বহুপতি হইতে পারে। তাহাও হইতে পারে না।

বেদ।

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বেরশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকোদ্বে জায়ে বিন্দেত। যন্নৈকস্যাং রশনাং দ্বয়ো যূপয়ো পরিব্যয়তি। তস্মান্নৈকা দ্বৌপতি বিন্দেত। বিঃ ৭১ পৃ।

যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়। সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে। যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না। সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না।

ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে দৃষ্টান্তানুরূপ এক স্ত্রী সময় ভেদেও দুই পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না।

বিঃ সাঃ মঃ বলেন যূপ ও রজ্জুর দৃষ্টান্তানুসারে এককালীন এক স্ত্রীর দুই বিবাহ হইতে পারে না;—সময় ভেদে পারে ইহা অসঙ্গত কেননা এক কথা বারম্বার যে বেদে বলিবেন তাহা সঙ্গত নহে কারণ তাহাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে।* বিশেষতঃ বেদের সম্যক্ তাৎপর্য্য প্রকাশক মনু যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও ইহার মীমাংসা হইতেছে যে এক স্ত্রী এককালীন বা সময়ভেদে দুই পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না।

মনু ৫ অধ্যায় ১৬২ শ্লোক।

নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
নদ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিৎ ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥ বিঃ৬৩পৃঃ

পরপুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র এবং পরভার্য্যা উৎপন্ন পুত্র ইহারা উভয়ে উভয়ের পুত্রই নহে। যদি বল যে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হইয়া যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রসিদ্ধ পুত্র বলিব তাহাও নহে। কেননা সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে দ্বিতীয় ভর্ত্তার বিধান কোন শাস্ত্রে উপদিষ্ট নাই।

ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে পরপুরুষ ও পরনারী সংযোগে যে পুত্র উৎপন্ন হয় সে পুত্র পুত্র

---

* দৃষ্টান্ত একাংশে ভিন্ন সর্ব্বাংশে নহে যেমন চন্দ্রের ন্যায় মুখ বলাতে আহ্লাদজনক বুঝায়। তদ্রূপ একগাছ দড়িতে দুইটা কাষ্ঠ জড়ান যায় না এই দৃষ্টান্তই গ্রাহ্য। কিন্তু একটা হইতে খুলিয়া লইয়া অন্যটাতে জড়ান যায় কি না তাহা গ্রাহ্য নহে। যেমন বৃক্ষের জড়িত লতা খুলিয়া অন্য বৃক্ষে লাগাইলে ঠিক থাকে না তদ্রূপ ঐ দড়ির বেষ্টন ঠিক থাকে না।

বলিয়াই গণ্য হয় না এবং শ্লোকের শেষার্দ্ধে দ্বিতীয় ভর্ত্তা অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিবাহ দ্বারা ভর্ত্তা থাকা নিষেধ হইতেছে। বিঃ সাঃ মঃ যে অর্থান্তর করিয়া সমস্ত শ্লোকই পরপুরুষ দ্বারা উৎপন্ন সন্তান সন্তানই নহে বলেন তাহা সঙ্গত নহে কেননা পুনরুক্তি দোষ ঘটে এবং ভর্ত্তা শব্দ থাকাতে বিবাহিত পতিই নিষিদ্ধ হইতেছে। এবং সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ তাহাই নিশ্চয় ও কুল্লুকভট্ট মহাশয় তাহাই বলিয়াছেন। অতএব দ্বিতীয় অর্থাৎ পরপুরুষ ভর্ত্তা নহে এরূপ অর্থ কখনই সঙ্গত নহে কেননা দ্বিতীয় অর্থে পরপুরুষ কোথা হইতে পাওয়া গেল তবে ইহা কেবল পাণ্ডিত্য মাত্র হইতেছে।

মনু ৯ অধ্যায় ৬৫।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ততে ক্বচিৎ।

নবিবাহা বিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ। বিঃ ৬৪পৃ

বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে কোন স্থলে নিয়োগের উল্লেখ নাই এবং বিবাহ বিধি স্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি উক্ত হয় নাই।

ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে বিধবার বিবাহ নিষেধ হইতেছে। বিঃ সাঃ মঃ বলেন যে বিধবা বেদন এই বেদন শব্দে গ্রহণ বুঝায় কেননা নিয়োগ প্রকরণের মধ্যে বিবাহ নিষেধ একথা বলা সঙ্গত নহে এবং বিধবা বিবাহ মনু নিষেধ করিলে পুত্র প্রকরণে পৌনর্ভব পুত্রের বিধি কি প্রকারে বলিবেন অতএব বেদন শব্দে গ্রহণ বুঝাইবেক। ইহার প্রমাণ জন্য মনুর ৯ অধ্যায়ের ৬৯ শ্লোকে বিন্দেত শব্দ যে আছে তাহাতে গ্রহণ বুঝাইবেক বলিতেছেন। এইরূপ অর্থ সঙ্গত নহে। কেননা

মনু যখন বলিলেন যে বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগ নাই তখন আবার বিবাহ বিধিতে নিয়োগ জন্য গ্রহণ নাই এককথা বারম্বার বলিবেন ইহা অসঙ্গত বিশেষতঃ পুনঃ শব্দ থাকাতে পুনর্ব্বিবাহ ভিন্ন পুনর্নিয়োগ জন্য গ্রহণ নাই বলা যায় না কেননা তবে কি একবার নিয়োগ গ্রহণের বিধি ছিল যে তাহাই নিষেধ হইতেছে ফলতঃ তাহা ছিল না। বিঃ সাঃ মঃ এই পুনঃ শব্দের অর্থ আদৌ ধরেন নাই। এবং বেদন শব্দে গ্রহণ বুঝায় বলিয়া যে প্রমাণ দিতেছেন সেই শ্লোকেও বেদন শব্দে বিবাহ বলিয়া কুল্লুকভট্ট অর্থ করিয়াছেন।* তাহাই সঙ্গত অর্থ কেননা ঐ বচনের তাৎপর্য্য এই যে বাগ্দান করিলে পর বিবাহের পূর্ব্বে যে কন্যার পতির মৃত্যু হয় তাহাকে দেবর এই বিধানে বেদন করিবেক। এস্থলে বেদন শব্দে বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন অর্থই করা যায় না। কেননা বিবাহ না হইলে তাহাকে কি প্রকারে গ্রহণ করিবেক। তাহা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। এবং বিধান এই যে ঐ কন্যাকে শুচিব্রত রাখিয়া ঋতু রক্ষা করিবেক ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভ্রাতার সহিত বাগ্দান হওয়াতে ঐ প্রকার ব্যবহার করিবেক বলা হইয়াছে। নতুবা দেবর থাকিলে ও না থাকিলে তাহার বিবাহ ব্যতীত কখনই কেহ তাহাতে পুত্রোৎপন্ন করিতে পারে না।) আর মনু যেরূপ নিয়োগ নিষিদ্ধ বলিয়া ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান করিয়াছেন তদ্রূপ বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া পৌনর্ভব পুত্রের বিধান করাতে তাহার কি শঙ্কা ছিল তাহা

---

* যস্যাম্রিয়েত কন্যায়া বাচাসত্যেকৃতেপতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ। মনু। ৯ অ। ৬৯।

বলিতে পারা যায় না তবে ঐ ঐ পুত্রের বিষয়ে বিধি নিষেধ পরে দেখান যাইবেক। পরন্তু বিঃ সাঃ মঃ যে বেদন শব্দে গ্রহণ বলেন তাহা সঙ্গত না হইলেও যদি ঐ অর্থ স্বীকার করা যায় তাহাতেও পুনঃ শব্দ থাকাতে বিবাহই বুঝায় কেননা বিবাহ বিধিতে বিধবার পুনর্গ্রহণ নাই। এস্থলে পুনঃ শব্দ থাকাতে পুনর্নিয়োগার্থে গ্রহণ হইতেই পারে না বরং পুনঃ পাণি গ্রহণই বুঝায়। অতএব এই বচনে স্পষ্টরূপেই বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত বেদের যে অর্থ করা হইয়াছে তাহাই সঙ্গত হইতেছে। যেরূপ বেদ ও মনুর মতে বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে তদ্রূপ মহাভারতেও দীর্ঘতমা ঋষির বচন আছে। দীর্ঘতমা ঋষি আপন স্ত্রীর আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছেন।

দীর্ঘতমা উবাচ। মহাভারতে আদিপর্ব্বে।

অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়ালোকে প্রতিষ্ঠিতা।
একএব পতিনার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্ ৩১ ॥
মৃতেজীবতিবাতস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পরংনারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ৩২ ॥

বিঃ ৯০ পৃ হইতে ৯৮ পৃঃ।

মহর্ষি দীর্ঘতমা কহিয়াছেন আমি অদ্যাবধি লোকেতে মর্য্যাদা স্থাপিতা করিলাম যে নারীর কেবল এক পতি হইবেক এবং যাবজ্জীবন তাহাকে আশ্রয় করিবেক। সেই পতি মরিলে বা জীবিত থাকিলে অন্য নরকে প্রাপ্তা হইবেক না। নারী অন্য পুরুষে গমন করিলে নিঃসন্দেহ পতিত হইবেক।

অতএব যাবজ্জীবন নারী এক পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেক পতি মরিলেও অন্য পুরুষে গমন করিবেক না ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হইতেছে যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে না।

বিঃ সাঃ মহাশয় অগ্রে এই বচন বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধক না থাকা বলিয়া নানা প্রকার উদাহরণ ও অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়া পরিশেষে বিঃ গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় ঐ কথা স্বীকারপূর্ব্বক বলেন যে দীর্ঘতমা কলির জন্য ঐ বচন বলে নাই। পরাশর কলির জন্য বিধবা বিবাহ হইবার শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন তখন দীর্ঘতমার সামান্য শাস্ত্র অপেক্ষা পরাশরের বিশেষ শাস্ত্র মান্য হইতেছে। কিন্তু পরাশরের শাস্ত্রে বিধবার বিবাহ সাব্যস্ত না হইতেই ঐরূপ মীমাংসা সঙ্গত নহে। ফলতঃ দীর্ঘতমার বচন এবং পূর্ব্বোক্ত বেদ ও মনু বচন চারিযুগেই প্রবল তাহার সন্দেহ নাই। উহা কলির বিধি নহে বলিয়া চেষ্টা করা বিফল হইতেছে।

---

এক্ষণ বিধবা বিবাহের অনুকূল বিধি দেখা যাউক।

মনু ৯ অধ্যায় ১৭৫, ১৭৬।

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বযেচ্ছয়া।
উৎপাদয়েত পুনর্ভত্বা সপৌনর্ভব উচ্যতে।১৭৫। বিঃ৫৬পৃঃ
সাচেদক্ষত যোনিস্যাদ্‌গতা প্রত্যাগতা পিবা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুন সংস্কার মর্হতি। ১৭৬।

যে নারী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য ব্যক্তির ভার্য্যা হইয়া পুত্র উৎপন্ন করে তবে ঐ

পুত্রের নাম পৌনর্ভব পুত্র বলা যায় ১৭৫। ঐ নারী যদি গত হইয়া অর্থাৎ পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী গত হইয়া পুনরায় স্বামির নিকটে আইসে এবং সে যদি অক্ষত যোনি হয় তবে তাহার পূর্ব্ব স্বামী পৌনর্ভব রূপে পুনরায় সংস্কার করিবেক। কেন না পতি তাহাকে পরিত্যাগ করায় পুনঃ সংস্কারের বিধান হইতেছে। কেহ বলেন যে সেই স্ত্রী যদি অক্ষত যোনি হয় অর্থাৎ অক্ষত যোনি বিধবা হয় তবে তাহার অন্য ভর্ত্তা পুনঃ সংস্কার করিবেক। ইহাতেও কোন হানি দেখি না। কুল্লুক ভট্ট দুই প্রকার অর্থের আভাস দিয়াছেন। ফল কথা অক্ষত কিম্বা ক্ষত যোনি হউক উভয়কেই সংস্কারপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবেক এবং ঐ স্ত্রী পুনর্ভূ নামে কথিতা হইবেক। যাজ্ঞবল্ক্য বচনেও ঐরূপ আছে।

মনুর এই দুইটী বচন বিবাহ প্রকরণে না ধরিয়া পুত্র প্রকরণে ও তাহাদিগের ধনবিভাগের প্রকরণে ধরা হইয়াছে।

বিষ্ণুবচন।

অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ। বিঃ ৫৬ পৃ।

যে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য।

অক্ষতাচ ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ। বিঃ৫৭পৃ।

অক্ষতযোনি অথবা ক্ষতযোনিই হউক যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয় তাহাকে পুনর্ভূঃ বলে।

বশিষ্ঠবচন।

যাচক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্য অন্যংপতিং বিন্দতে মৃতেবাসা পুনর্ভূর্ভবতি। বিঃ ৫৭ পৃ।

ক্লীব, পতিত, উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অথবা পতির মৃত্যু হইলে অন্য পতিকে যে স্ত্রী বিবাহ করে ঐ স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলে।

এই পর্য্যন্ত অনুকূল বচন সকল দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে অক্ষত কিম্বা ক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

পুনর্ভূর দোষ কি তাহা দেখা যাউক।—

বৃহৎ পরাশর সংহিতা।

অন্য দত্তাতুযানারী পুনরন্যায় দীয়তে। তস্যা অপিনভোক্তব্যং। পুনর্ভূঃকীর্ত্তিতা হিসা। বিঃ ৯৯

যে স্ত্রীর বিবাহ হইয়াছে ঐ স্ত্রীকে পুনর্ব্বার অন্যকে দান করিলে সেই স্ত্রীর অন্ন অভক্ষণীয় যে হেতু সে স্ত্রী পুনর্ভূ নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছে। অর্থাৎ পুনর্ভূ নামে কথিতা হইয়াছে।

এই বচন দ্বারা পুনর্ভূ নারীর অন্ন অভক্ষণীয় বলাতে ঐ স্ত্রীকে পাপিনী বলা হইল জানিবে।

বিঃ সাঃ মঃ বলেন বৃহৎ পরাশর সংহিতা পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়া তপস্বী সুব্রত, চতুর আশ্রমের হিতকর এই শাস্ত্র কহিয়াছেন * অতএব ইহা পরাশরের কৃত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কিন্তু মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায় ব্যতীত সমস্ত অধ্যায় ভৃগু বলিয়াছেন এবং নারদ সংহিতা যে মনুর নিকট নারদ উপদেশ পাইয়া সুমতিকে উপদেশ দেন সুমতি ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন তাহা কি প্রকারে মান্য হইল। অতএব

* শক্তিসূনোরনুজ্ঞাতঃ সুতপাসুব্রতস্ত্বিদং।
চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্চ হিতংশাস্ত্রমথাব্রবীৎ॥

আপত্তি কর্ম্মণ্য নহে। বিঃ সাঃ মঃ ১০৪, ১০৫ পৃষ্ঠায় আরো বলেন যে এই গ্রন্থের কেহ টীকা করে নাই এবং পরাশর সংহিতার বচনের সহিত কোন কোন বচন ব্যবস্থা বিষয়ে অনৈক্য আছে ও সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার বচন কেহ ধরেন নাই অতএব এই গ্রন্থ প্রামাণ্য নহে। ইহা নিতান্ত ভ্রম কেননা গ্রন্থের কেহ টীকা না করিলে যে তাহা অমান্য হইবেক তাহা কোন ক্রমে বলা যায় না এবং ইহার টীকা হইয়াছে কিনা তাহার নিশ্চয় সিদ্ধান্তই বা কিসে হইল, তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ, না, তাহা নহে। আর কোন বচন পরাশর সংহিতার সহিত অনৈক্য আছে তাহার দুই চারিটে বচন দর্শাইয়াছেন। ইহাতে বৃহৎ সংহিতা মান্য কি লঘু সংহিতা মান্য ইহারই বা স্থির কি। হয়ত লঘু সংহিতার ব্যবস্থা স্থল বিশেষে অসংগত বিবেচনায় বৃহৎ সংহিতাতে সংগত ব্যবস্থা করিয়াছেন অথবা অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে যাহা আমরা জানি না। ইহাতে গ্রন্থখানি যে অমূলক হইবেক একথা আর কখন শুনি নাই। অতিশয় প্রয়োজন হইলেই ঐরূপ কথা হইয়া থাকে ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধই আছে। অতএব শাস্ত্র-নিন্দাতে কেবল পাপভাগী হইতে হয় মাত্র। নতুবা গ্রন্থখানি অমূলক বা অপ্রামাণ্য নহে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আর আর সামান্য যে দোষ দিয়াছেন তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণ পুনর্ভূপতির দোষ কি তাহা দেখা যাউক।

বৃহৎ পরাশরসংহিতা।

উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বা পতির্যশ্চ বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ। বি, ৯৯ পৃঃ।

উপপত্তির পুত্র এবং যে ব্যক্তি দিধিষুপতি, অর্থাৎ নিয়োগ ধর্ম্মের বিপরীত আচরণে ভ্রাতৃবধূতে উপগত হয়, আর পরপূর্ব্বা পতি অর্থাৎ পুনর্ভূপতি ইহারা সকলেই দৈব পৈত্র্যকর্ম্মে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয় হইতেছে। মনু ৩ অধ্যায় ১৬৬।

ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পর পূর্ব্বা পতিস্তথা।

প্রেত নির্হারক শ্চৈব বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ। বি১০১পৃঃ

মেষ ও মহিষ ব্যবসায়ী পরপূর্ব্বা পতি, অর্থাৎ পুনর্ভূপতি এবং অর্থ লইয়া অন্যের শব দাহনকারী ইহারা সকলেই দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্মে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয়। মনু ঐ অধ্যায়১৫৫ শ্লোকে পৌনর্ভবপুত্র ঐরূপ বর্জ্জনীয় হইতেছে।

ইহাতে সাব্যস্ত হইতেছে যে পুনর্ভূপতি পাপিষ্ঠ বিধায় দৈব পৈত্র্যকর্ম্মে বর্জ্জনীয় হইয়াছে।

বিঃ সাঃ মঃ বলেন যে পরপূর্ব্বা শব্দে ব্যভিচারিণী বুঝায় তজ্জন্য মনুর ৫ অধ্যায় ১৬৩ শ্লোক উল্লেখ করেন। তাহার অর্থ এই যে অপকৃষ্ট পতি ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পুরুষের সেবা যে স্ত্রী করে সে লোকে নিন্দিতা হয় এবং তাহাকে পরপূর্ব্বা বলে। কিন্তু পরপূর্ব্বা পতি শব্দে তাহার অর্থ অন্য প্রকার হইতে পারে এজন্য কুল্লুকভট্ট মহাশয় বলেন যে পরপূর্ব্বা পতি শব্দে পুনর্ভূপতি বুঝায় তাহা সঙ্গত হইতেছে। কেননা বিঃ সাঃ মঃ স্বীয় গ্রন্থের ৬৩পৃষ্ঠায় বলেন যে পতি শব্দে বিবাহিতা পতিকে বুঝাইবেক এস্থলে তাহা বলিলে ভট্টমহাশয়ের কৃত অর্থই প্রকৃতার্থ হইয়া পড়ে এজন্য পতি শব্দ যোগ করিয়া কি অর্থ হয় তাহা বলেন নাই। এতদ্বিষয়ে উদ্বাহতত্ত্বধৃত কাশ্যপ বচনেও পুনর্ভূর দোষ কথন আছে।

সপ্তপৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃত কৌতুক মঙ্গলা।
উদকস্পর্শিতাযাচ যাচপাণি গৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতাযাচ পুনর্ভু প্রভবাচযা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ।

বিঃ, ২৫ পৃঃ।

বাগদত্তা অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাহাকে দান করা গিয়াছে। মনোদত্তা যাহাকে ঐ কন্যা নিজ মনোদান অর্থাৎ আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। কৃত কৌতুক মঙ্গলা যাহার নিমিত্ত মাঙ্গলিক কার্য্য করা হইয়াছে অর্থাৎ অমুককে দান করিলাম বলিয়া যে কন্যার হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধন করা যায়। অর্থাৎ স্ত্রী আচার উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ সম্প্রদানের মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কুশার জলের প্রক্ষেপ দেওয়া যায় পাণিগৃহীতিকা বরের হস্তে কন্যার হস্ত অর্পণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করা যায়। অগ্নিপরিগতা যাহার কুশণ্ডিকাদি হোম করিয়া সংস্কার করা যায় এবং পুনর্ভুর গর্ভে যাহার জন্ম হয়। এই সাত প্রকার কন্যা পুনর্ভু তাহারা কুলের অধম এবং বিবাহে বর্জ্জনীয়া কাশ্যপ বলেন ইহারা অগ্নির ন্যায় পতিকুল দগ্ধ করে।)

ইহার দ্বারা স্থির হইল যে পুনর্ভূ নারী ও তাহার গর্ভজাত কন্যাও পাপিনী পুত্রও পাপী হইতেছে। এই বচনে বাগ্‌দত্তার প্রতি দোষারোপ থাকায় তাহার প্রকৃত ব্যবস্থা কি তাহা দেখা যাউক। কাশ্যপ সামান্যাকারে বাগ্‌দত্তার পুনর্ব্বিবাহে দোষ দিতেছেন মনুতে তাহার স্থলবিশেষে প্রতিপ্রসব পাওয়া যাইতেছে।

## বাগ্‌দত্তার বিবাহের ব্যবস্থা।

মনু ৯ অধ্যায় ৬৯।৭০।৭১।

যস্যাম্রিয়েত কন্যায়া বাচাসত্যেকৃতেপতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ। ৬৯।
যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাং।
মিথোভজেদাপ্রসবাৎ সকৃত সকৃদৃতা বৃতৌ॥ ৭০।
নদত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দ্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্‌হিপ্রাপ্নোতি পুরুষানৃতং। ৭১।

বাগ্‌দান করার পরে বিবাহের পূর্ব্বে ঐ কন্যার পতি মরিলে যদি তাহার দেবর থাকে তবে ঐ দেবর এই বিধানে তাহাকে বিবাহ করিবেক যে ঐ কন্যাকে শুক্লবস্ত্র পরাইয়া শুচি রাখিয়া সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ঋতু রক্ষা করিবেক। নতুবা বাগ্‌দত্তার পতি জীবিত থাকিলে অন্যকে ঐ কন্যা দিবেক না। যদি দেয় তবে মিথ্যাবাদিতা দোষে দূষিত হইবেক। কিন্তু যদি দেবর না থাকে এবং পতি মরিয়া যায় তবে কি করিবে তাহার ব্যবস্থা মনু কিছুই বলিলেন না। এবং পুরুষ-সাধ্য কার্য্যে অক্ষম হইয়া ঐ বর জীবিত থাকিলে কি করিবে তাহাও বলেন নাই।

বশিষ্ঠ বলেন ১৭ অধ্যায়।

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথোবরো যদি।
নচমন্ত্রোপনীতাস্যাৎ কুমারী পিতুরেবসা॥
যাবচ্চেদা হৃদাকন্যা মন্ত্রৈর্যদিনসংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথাকন্যাতথৈবসা। বিঃ ৫৩ পৃঃ।

বাগ্‌দত্তা কন্যার বরের মৃত্যু হইলে ঐ কন্যা মন্ত্রের দ্বারা

বিবাহিতা না হওয়ায় সে কুমারী পিতারই থাকিবেক এবং বিধিপূর্ব্বক অন্যকে ঐ কন্যা দান করিবেক কেননা বৈবাহিক মন্ত্র দ্বারা ঐ কন্যা সংস্কৃতা যদি না হয় তবে সেকন্যাই থাকে। কিন্তু মনু বাক্যের সহিত এক বাক্য করিতে হইলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে যদি ঐ কন্যার দেবর না থাকে তবে অন্যের সহিত বিবাহ হইবেক নতুবা নহে। এই বিষয়ে বশিষ্ঠ আরো বলিয়াছেন।

উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত বশিষ্ঠবচন।

কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদিপতিতস্যচ।
অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাং
দত্তামপিহরেৎকন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈবচ। বিঃ২৯পৃঃ

কুলশীল বিহীন, ক্লীবাদি, পতিত, অপস্মার রোগগ্রস্ত, যথেষ্টাচারী, কুষ্ঠ্যাদি রোগী বেশধারী কপট এই সকল দোষ গোপন করিয়া যদি বাগ্‌দান করা হয় তবে ঐ দোষ জানিতে পারিলে ঐ বাগ্‌দত্তা কন্যাকে অন্যের সহিত বিবাহ দিবেক। আর সগোত্রে বিবাহ হইলে ঐ বিবাহ অসিদ্ধবিধায় তাহাকেও ঐরূপ করিবেক।

এই বচনের শেষভাগে সগোত্রোঢ়া শব্দ থাকাতেও অন্য পণ্ডিতেরা তাহাকে বাগ্‌দত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বিঃ সাঃ মঃ বলেন দত্তা শব্দে বাগ্‌দত্তা ও বিবাহিতা উভয়কেই বুঝায়। এবং ঊঢ়া শব্দে বিবাহিতা বুঝায় অতএব বচনের একস্থানে ঊঢ়া শব্দ থাকাতে সর্ব্বত্রে বিবাহিতাই বুঝাইবেক। এই বিবাদ সহজেই মীমাংসা হইতেছে কেননা বচনে দুইটী শব্দ থাকায় দুই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে অর্থাৎ ঊঢ়া শব্দ

সগোত্রার প্রতি থাকায় সগোত্রে বিবাহই বুঝায় আর অন্য কএকটীর প্রতি দত্তা শব্দ থাকাতে বাগ্‌দত্তা বুঝায় নতুবা দত্তা শব্দ দিবার প্রয়োজন ছিল না। তাৎপর্য্য এই যে বিবাহের সময় প্রকৃত গোত্র উল্লেখ হইলে সগোত্রে বিবাহ হইত না। তবে অন্য গোত্র উল্লেখে বিবাহ হইয়া থাকিলে পশ্চাৎ ঐ কথা প্রকাশ হওয়ায় সুতরাং ঐ বিবাহ অসিদ্ধ বিবাহ বিধায় অন্যকে দিবেক আর অন্য কএকটী বর দোষগ্রস্ত থাকা পূর্ব্বে অপ্রকাশ ছিল পরে বিবাহের পূর্ব্বে প্রকাশ হইলে ঐ বাগদত্তা কন্যার অন্য বরের সহিত অর্থাৎ নির্দ্দোষী শ্রেষ্ঠ বরের সহিত বিবাহ দিবেক ইহাতে কোন অসদর্থ হইতেছে না। ) আরো দেখা যায় যে বিবাহিতার পতি ক্লীব, পতিত, উম্মত্ত, এবং মৃত হইলে ঐ নারীর যদি পুনরায় অন্য লোকের সহিত বিবাহ হয় তবে ঐ স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলে এই প্রকার বশিষ্ঠের বচন যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয় যে এ বচনে দত্তা শব্দে বাগদত্তাই বুঝাইবেক নতুবা বশিষ্ঠের নিজ বাক্যের দ্বিরুক্তি হইয়া পড়ে অতএব সগোত্রা ভিন্ন অন্য কএকটী দোষগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত বাগ্‌দান হইলে পর শ্রেষ্ঠ অন্যকে বিবাহ দিবেক। এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্য বচন আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১ অধ্যায় ৬৫ শ্লোক।

সকৃৎপ্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।

দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ।

বিঃ ১১ পৃঃ।

কন্যাকে একবার মাত্র দান করা যায় এবং দান করিয়া হরণ করিলে চৌর দণ্ডভাগী হয়। কিন্তু বাগ্‌দত্তা কন্যাকে

দোষ গোপনকারী বর হইতে হরণ করিবেক অর্থাৎ তাহাকে না দিয়া শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নির্দ্দোষী অন্য বরকে দিবেক। যদিচ বচনে দোষ গোপনকারীবর শব্দ নাই তথাপি মনু ও বশিষ্ঠ বচনের সহিত একবাক্য হওয়ার জন্য এইরূপ অর্থ করা সঙ্গত হইতেছে। নতুবা নির্দ্দোষী বর থাকা সত্ত্বে অন্যের সহিত বিবাহ হইতে পারে না এই মনুর বচন আছে। অতএব কাশ্যপ ও মনু এবং বশিষ্ট বচন একবাক্য হইতেছে। ফল কথা বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া যে কন্যার বাগ্‌দান হয় তাহার অন্য বরের সহিত বিবাহ হইলে তাহাকে অন্যপূর্ব্বা বলে এবং তাহার গর্ভজাত সন্তানকে কাশ্যপ বচনানুসারে পৌনর্ভব এবং ক্যনাকে পুনর্ভূ বলা যায় আর যদি কেবল সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া থাকে এবং বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠাদি না হইয়া থাকে তবে ঐ কন্যার বিবাহে দোষ নাই। অথবা পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সকল দৃষ্টে স্থল বিশেষে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে ঐ কন্যাকে পুনর্ভূ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে প্রচলিত ছিল কলিতে তাহা রহিত হইয়াছে তদ্বিষয় স্থানান্তরে দেখান যাইবেক। এইরূপ নারদ সংহিতাশ্তও একটী বচন আছে। যথা।

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যোবিধীয়তে। বিঃ ২৩ পৃঃ

ইহাতে পতৌ এই শব্দ অশুদ্ধ থাকায় অপতৌ বলিয়া মীমাংসা করিলে বাগ্‌দত্তা পতিকে বুঝায় কেননা নঞের সদৃশার্থ গ্রহণ করিলে পতি সদৃশ অর্থাৎ বাগ্‌দত্তার পতিই

হইতেছে। * যে হউক পতি অনুদ্দেশ হইলে,মরিলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে এবং পতিত হইলে নারীদিগের এই পাঁচ প্রকার আপদে অন্য পতি হইবার বিধি হইতে পারে। এই বচনে বিবাহিতা কি বাগ্‌দত্তা বলিয়া উল্লেখ নাই এজন্য ইহাকে বশিষ্ঠ বচনদ্বয়ের সহিত একবাক্য করা যাইতে পারে তাহাতে বাগ্‌দত্তা নারীর প্রতি ঐরূপ বিধান হইতেছে। কেননা বশিষ্ঠের প্রথম বচনে বাগ্‌দত্তার পতি মরিলে এবং দ্বিতীয় বচনে পণ্ড অর্থাৎ ক্লীবাদি ও পতিত হইলে ঐ কন্যার বিবাহ হইতে পারে তাহাতে আদি শব্দ থাকাতে অনুদ্দেশ ও সংসার ধর্ম্মত্যাগীকেও বুঝায় সুতরাং এই সকল অবস্থাতে তাহার অন্য পতির সহিত বিবাহ হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে একটী কন্যার বাগ্‌দান হওয়ার পরে পতি যদি কোন প্রকারে দূষিত বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে অথবা ক্লীবাদি দোষ সকল গোপন করাতে বাগ্‌দান হইয়া পরে বিবাহের পূর্ব্বে ঐ দোষ সকল প্রকাশ পাওয়া যায় কিম্বা স্বামী মরে অথবা অনুদ্দেশ বা সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করে সুতরাং তাহার অন্য পতির বিধান হইতেছে। ইহা মনু কাশ্যপ বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্‌ক্য নারদ সংহিতার প্রকৃত অর্থ এক বাক্যের সহিত হইতেছে। নতুবা বিবাহিতার পক্ষে নারদ সংহিতার বচন নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেননা তাহা হইলে শাস্ত্র সকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে অতএব শাস্ত্রের অর্থ এইরূপে করিতে হয় যে পূর্ব্বাপর বচন সকল স্বশাস্ত্রে বিরোধ না হয়

---

* পরাশর বচনের টীকা দ্রষ্টব্য।

এবং শব্দ সকল অর্থযুক্ত থাকে ও অন্য শাস্ত্রের সহিত অনৈক্য দোষ না থাকে তবে তাহাকেই সদর্থ বলিয়া নির্ণয় করা যায় এবং মহাত্মারা তাহাই করিয়াছেন। বিঃ সাঃ মঃ বলেন যে এবচন বাগ্‌দত্তার প্রতি নহে তাহা বিবাহিতার প্রতি হই-তেছে। এই কথা কর্ম্মণ্য নহে কেননা নারদ সংহিতা সত্য-যুগের শাস্ত্র এবং মনুসংহিতাও সত্যযুগের শাস্ত্র বিশেষতঃ নারদসংহিতার ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় যে মনুর নিকট নারদ উপদেশ পাইয়া সুমতিকে উপদেশ দেন সুমতি নারদ-সংহিতা প্রকাশ করেন। এই সকল কথা বিঃ সাঃ মঃ স্বীয় গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠাতে স্বীকার আছেন অতএব পরস্পর দুই শাস্ত্র অনৈক্য হইয়া পড়াতে বিবাহিতার প্রতি ঐরূপ ব্যবস্থা হয় না। অর্থাৎ, মনুর মত যাহা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে তাহাতে বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহের বিধি নাই সুতরাং নারদ বচনেও তাহা হইতে পারে না। বিশেষতঃ একই সময়ে অনুকূল ও প্রতিকূল ব্যবস্থা প্রচলিত হইবেক ইহা কোনক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না পরন্তু নারদসংহিতারও মূল মনু হইতে-ছেন তাহাতে একই ব্যক্তির দুই প্রকার ব্যবস্থা এক সময়ে প্রচলিত থাকা নিতান্ত অসম্ভব হইতেছে। যদি বল যে মনু বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ট প্রভৃতির বচনে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বি-বাহ হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে এবচনেও তাহাই বলিব তাহাতে ক্ষতি কি। কিন্তু বল তাহাতে ক্ষতি নাই বটে ফলতঃ বচনে ঐরূপ পুনর্ভূ শব্দ না থাকায় এবং পরিশুদ্ধরূপে বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক বিধি এই বচন দ্বারা হইতে না পারায় ইহা বাগ্‌দত্তার বিবাহের প্রতিই খাটি-

তেছে স্থলান্তরের প্রতি নহে। যদি বল যে পূর্ব্বোক্ত ঋষি সকলের বচন সামান্যাকারে পুনর্ভূ বিবাহ বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং মনুতেও সামান্যাকারে বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে এই বচন বিশেষরূপে এই পাঁচটী অবস্থার প্রতি বলা হইয়াছে। তাহা বলিতে পার না কেননা বশিষ্ঠ বচনে ক্লীব ও পতিত এবং উন্মত্ত ও মৃতপতিকার বিবাহ হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলিয়া মীমাংসা হইয়াছে ইহাতে আর বিশেষ স্থল নাই। তবে অনুদ্দেশে ও সংসারধর্ম্ম ত্যাগের প্রতি কোন বিশেষ বিধান করার প্রয়োজন নাই তাহা উহার অন্তর্ভূত হইতেছে বিশেষতঃ পতি মৃত হইলে যখন ঐ স্ত্রীর বিবাহে পুনুর্ভূ দোষ কথন হইয়াছে তখন মৃতের প্রতি আর বিশেষ বিধি কোনক্রমেই হইতে পারে না। যদি এই কথা বলেন যে, বচনে পতি শব্দ থাকাতে বিবাহিতা ভিন্ন বাগ্দত্তা বুঝা যায় না ইহা কর্ম্মণ্য নহে কেননা বাগ্দত্তার পতিকেও পতি শব্দে বুঝায়। যথা

মনু ৯ অধ্যায় ৬৯ শ্লোক।

যস্যাম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যেকৃতেপতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ॥

যে কন্যার বিবাহার্থ বাগ্দান হইলে পর তাহার পতির মৃত্যু হয় তাহার ইত্যাদি।

এবং মনু ৫ অধ্যায় ১৫২।

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেসু প্রদানং স্বাম্যকারণং॥

স্ত্রীলোকদিগের বিবাহকালে যে কিছু স্বস্ত্যয়ন বা প্রজাপতি

যাগ করা যায়, তাহা তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মঙ্গল কার্য্য জানিবে। ইহাদিগকে প্রথমে যে বাগ্‌দান করা যায় তদ্দারায় ইহাদিগের উপর পতির স্বামিত্ব জন্মায় অতএব বাগ্দান অবধিই ঐ পতি ঐ স্ত্রীর পতি হইতেছে। বিশেষতঃ বাগ্‌দান বিধিপূর্ব্বক হইলে প্রায় বিবাহই হয় এবং ঐ কন্যা মরণে স্বামিকুল ও পিতৃকুলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়।

মনু ৫ অধ্যায় ৭২ শ্লোক।

স্ত্রীণাংসমস্কৃতানাস্তু ত্র্যহাচ্ছুদ্ধ্যন্তিবান্ধবাঃ।
যথোক্তে নৈব কল্পেন শুদ্ধ্যন্তিতুসনাভয়ঃ॥

বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পতিকুল ও পিতৃকুল ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হয়। এবং কুল্লুকভট্টের টীকাতে ঐরূপ অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণও আছে। অতএব বাগ্‌দত্তার পতিকে পতি শব্দে বুঝায় তাহার আর সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় নারদসংহিতার বচন বাগ্‌দত্তার প্রতিবিধান হওয়াই সাব্যস্ত হইতেছে। তবে বিঃ সাঃ মঃ নারদসংহিতার আর কএকটী বচন পূর্ব্বোক্ত বচনের পোষক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ফলতঃ তাহা কর্ম্মণ্য নহে তথাপি আপত্তি ভঞ্জনার্থে তাহার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা যাইতেছে।

নারদসংহিতা।

অষ্টৌবর্ষান্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিং।
অপ্রসূতেতু চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ॥
ক্ষত্রিয়াষট্ সমাস্তিষ্ঠে দপ্রসূতাসমাত্রয়ং।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বেবর্ষে ত্বিতরাবসেৎ।

নশূদ্রায়াঃ স্মিতঃ কাল এষ প্রোষিত যোষিতাম্।
জীবতিশ্রুয় মানেতু স্যাদেব দ্বিগুণোবিধিঃ ॥
অপ্রবৃত্তৌতু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোহন্য গমনে স্ত্রীণা মেষ দোষো নবিদ্যতে ॥

বিঃ২৩পৃঃ।

স্বামী প্রোষিত অর্থাৎ প্রবাসগত হইলে সন্তানবতী * ব্রাহ্মণ পত্নী আট বৎসর এবং সন্তান না হইয়া থাকিলে চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া পরে অন্য পক্ষ অর্থাৎ পিতৃপক্ষ আশ্রয় করিবেক। এইরূপ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ছয় ও চারি বৎসর সন্তান না হইলে চারি ও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া ঐরূপ করিবেক। শূদ্রার কাল নিয়ম নাই আর যদি স্বামী জীবিত থাকা শুনিতে পায় তবে ইহার দ্বিগুণ কাল নতুবা পূর্ব্বোক্ত কাল প্রতীক্ষার নিয়মই প্রজাপতির মত হইতেছে। অতএব এইরূপ কাল প্রতীক্ষা করিয়া স্বেচ্ছামতে পিতৃপক্ষ আশ্রয় করিলে নারীদিগের স্বেচ্ছাগামিনী দোষ হইতে পারে না। যদি বল যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পিতৃপক্ষকে আশ্রয় করিলে কি দোষ হয়। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে স্ত্রীলোক কখন স্বাধীনা ও স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারে না। এজন্য পূর্ব্বোক্ত কারণ ঘটিলে পারিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

মনু ৫ অধ্যায় ১৪৭। ১৪৮।

বালয়াবাযুবত্যাবা বৃদ্ধয়াবাপিযোষিতা।
নস্বাতন্ত্রেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যংগৃহেষ্বপি। ১৪৭

* সন্তান না হইলে ৪ বৎসর থাকাতে সন্তান হইলে ৮ বৎসর এই অর্থ সঙ্গত হইতেছে।

বাল্যেপিতুর্ব্বশেতিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্যযৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে নভজেৎ স্ত্রীস্বতন্ত্রতাং। ১৪৮

কুল্লূকভট্ট ধৃত নারদ বচন।

ততঃ সপিণ্ডেষুচাসৎস্থ পিতৃপক্ষঃ প্রভুস্ত্রিয়াঃ।
পক্ষদ্বয়াবসানে তু রাজাভর্ত্তাস্ত্রিয়ামত ॥

স্ত্রীলোক বালিকা ও যুবতী বা বৃদ্ধা হউন স্বামী প্রভৃতি রক্ষিতার অনুমতি বিনা কোন কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। এমন কি গৃহেতেও কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে যৌবনাবস্থায় স্বামীর ও স্বামী মরিলে পুত্রের বশে ও পুত্র না থাকিলে স্বামীর সপিণ্ড জ্ঞাতির ও তদভাবে পিতৃপক্ষ ও তদভাবে রাজার বশে থাকিবেক কখনই স্বাধীনা বা স্বেচ্ছাচারিণী হইবেক না। এবং ঐ অধ্যায় ১৪৯ শ্লোকে আছে যে ঐ সকল হইতে বিয়োগ হইয়া স্বাধীনা হইলে স্ত্রীলোকের দোষ ঘটিতে পারে। বিঃ সাঃ মঃ অর্থ করেন যে পতি অনুদ্দেশ হইলে তাহাতে সন্তানবতী স্ত্রীলোক আট বৎসর এবং সন্তান না হইলে চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ পত্নী পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেক ইত্যাদি। কিন্তু বচনে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেক এইরূপ শব্দ নাই। তাহাতে ( অন্যংসমাশ্রয়েৎ ) এই শব্দ থাকাতে অন্যকে আশ্রয় করিবেক ইহাই বুঝায় এবং প্রোষিত শব্দে ও অনুদ্দেশ নহে। বিশেষতঃ কোন ব্যক্তি বিদেশগামী হইয়া চারি বা আট বৎসরের মধ্যে বাটীতে আসিতে অথবা সম্বাদ দিতে না পারিলে যে তাহার স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেক এবং বিদেশ-

পরন্তু অনুদ্দেশ হইলে যে ১২ দ্বাদশ বর্ষ প্রতীক্ষা করিয়া তাহার প্রেতাবধারণ অর্থাৎ মৃত্যু গণ্য করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবেক এই সকল প্রচলিত শাস্ত্র এককালীন রহিত হইয়া যায় * অতএব নারদসংহিতার বচনের ঐরূপ অর্থ কখনই হইতে পারে না। আরো দেখা যাউক স্বামী প্রোষিত হইলে মনু ও বশিষ্ট কি উপায় বিধান করিয়াছেন।

মনু ৯ অধ্যায় ৭৫।৭৬ শ্লোক।

বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা॥
প্রোষিতেত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ। ৭৫।
প্রোষিতে ধর্ম্মকার্য্যার্থং প্রতীক্ষেষ্টৌনরঃসমা॥
বিদ্যার্থং ষট যশোর্থং বা কামার্থং স্ত্রীংস্ত্রবৎসরান্। ৭৬।

বশিষ্ঠ। প্রোষিতপত্নী অষ্টবর্ষাণ্যুপাসীত উর্দ্ধং পতি সকাশং গচ্ছেত। কুল্লূকধৃত টীকায়াং।

পত্নীর ভক্তাচ্ছাদনাদি দিয়া পতি প্রবাস গত বইলে স্ত্রী দেহ সংস্কারাদি ও পরগৃহে বাস রহিত ইত্যাদি নিয়ম অবলম্বনে জীবন ধারণ করিবেক। আর যদি বৃত্তিবিধান না করিয়া স্বামী দেশান্তর গত হয়েন তবে সূত্রকর্ত্তনাদি অনিন্দিত শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেক। এবং পতি, ধর্ম্ম কার্য্যার্থে বিদেশ গত হইলে আট বৎসর এবং বিদ্যার্থে বা যশো লাভার্থে গমন করিলে ছয় বৎসর ও অপর ভার্য্যা উপভোগার্থে গমন করিলে ৩ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া পরে স্বামির নিকটে গমন করিবেক। নারদসংহিতায় ইহার অতিরিক্ত

---

* গতস্যনভবেদ্বার্ত্তা যাবদ্দ্বাদশবার্ষিকী প্রেতাবধারণং তস্যকর্ত্তব্যংসুত কন্যাদিবঃ।

বিধি হইতেছে অর্থাৎ সন্তান না হইলে ৪ বৎসর এবং হইলে ৮ বৎসর স্বামিকুলে থাকিয়া যদি স্বামির উদ্দেশ না পায় এবং তন্নিকটে যাইতে না পারে ও ভরণ পোষণ না চলে তবে পিতৃ পক্ষ আশ্রয় করিবেক. এবং স্বামী জীবিত আছে এসংবাদ পাইলে দ্বিগুণকাল প্রতীক্ষা করিবেক ইত্যাদি বিষয় যাহা মনুতে নাই তাহাই বলিয়াছেন। ইহাই নারদের উদ্দেশ্য হইতেছে। ফলত স্বামীর নিকট যাইতে পারিলে কখনই পিতৃপক্ষ আশ্রয় করিবেক না। তাহা হইলে মনুবিরোধ হইয়া পড়ে। কেননা মনুর বিরুদ্ধ অর্থ প্রামাণ্য নহে। বৃহস্পতি বচন।

বেদার্থোপ নিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যংহিমনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থ বিপরীতা যা সাস্মৃতির্নপ্রশস্যতে। বিঃ ৪৮পৃঃ।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ বেদে আছে।

মনুর্বৈযৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজং। বিঃ ৪৮ পৃঃ।

মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সংকলন করিয়াছেন অতএব মনুই প্রধান তাঁহার রচনের অর্থের বিপরীত স্মৃতিসকল প্রামাণ্য নহে। এবং মনু যাহা কহিয়াছেন ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে তাহা মহৌষধ অর্থাৎ সমধিক প্রামাণ্য। এবং মনু ২ অধ্যায় ৭ শ্লোক এবং অন্যান্য বচনে উপরোক্ত মীমাংসাই সর্ব্ববাদী সম্মত হইতেছে। অতএব এই সকল কারণে নারদ সংহিতার কোন বচনেই বিধবা বিবাহ দেওয়ার বিধিদৃষ্ট হইতেছে না। উহার নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচনটী যাহা বাগ্দত্তার প্রতি বর্ত্তে বলিয়া মীমাংসা করা হইয়াছে এক্ষণ তাহার বিপরীত কিছুই দেখা যায় না এবং তাহা কাশ্যপ, মনু, বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বচনের বিরুদ্ধ হইতেছে না।

এক্ষণ পরাশর বচনের অর্থ কি তাহা দেখা যাউক।

পরাশর সংহিতা ৪ অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। *

পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

বিঃ ২৭পৃঃ। ও ২২পৃঃ।

নারীদিগের পতি অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ক্লীব হইলে পতিত হইলে এই পাঁচ অবস্থায় তাহাদিগের অন্য পতির বিধান হইতে পারে। বিঃ সাঃ মঃ বলেন পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার অবস্থাতে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত অতএব বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ বিহিত দৃষ্ট হইতেছে। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কেননা বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত এরূপ কোন কথাই উক্ত বচনে নাই এবং ভাবার্থ দ্বারাও তাহা হইতে পারে না যদি বচনে পুনঃ শব্দ থাকিত তবে ঐরূপ অর্থ কথঞ্চিৎ বলিলেও বলিতে পারিতেন। তাহা না থাকায় বিবাহিতা বুঝায় না তাহাতে বাগ্‌দত্তার প্রতিই বুঝায়। যদি বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহের উদ্দেশে ঐ বচন হইত তবে (পতিরন্যোবিধীয়তে) না বলিয়া (পুনঃ পতি বিধীয়তে) এই শব্দ থাকিত বিশেষতঃ নারদসংহিতার বচনটী ইহার সহিত অবিকল থাকায় ঐ বচনটী যখন বাগ্‌দত্তার প্রতি থাকা মনু প্রভৃতির সহিত একবাক্যে

---

* ইহাতে পতৌ এই পদটী ব্যাকরণদুষ্ট হওয়াতে অপতৌ শব্দ হইতেছে তাহা নষ্টের সদৃশার্থ করিয়া বাগ্‌দত্তা পতিকে বুঝায় ইহা সঙ্গত বটে কিন্তু যখন পতি শব্দ দ্বারাও বাগ্‌দত্তাকে বুঝায় বলিয়া মীমাংসা করা হইতে [illegible]রে তখন আর ঐ প্রকার অর্থের প্রয়োজন নাই।

সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না তখন এই বচনেরও সেই অর্থ হইতেছে। বিঃ সাঃ মঃ স্বীয় গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে নারদ বচনে যে কএকটী শব্দ আছে পরাশর বচনেও অবিকল সেই কএকটী শব্দ আছে * সুতরাং নারদ বচন দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক পরাশর বচনেও সেই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক, অতএব ইহার অন্য অর্থ হইতে পারে না। যদি বল যে যুগভেদে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হইতে পারে, কেননা কলিতে পরাশরের স্মৃতিই বলবৎ মান্য হইতেছে তাহাতে স্বতন্ত্র অর্থ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা হইতে পারে না কেননা সত্যযুগে যে শব্দের যে অর্থ কলিযুগেও তাহা হইবেক। এবং বিঃ সাঃ মঃ স্বীয় গ্রন্থের ঐ ২৪ পৃষ্ঠায় তাহাই বলিয়াছেন। ফলকথা পরাশর বচনে বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহের বিধি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে তাহা যে রূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ তদ্রূপ যুক্তিবিরুদ্ধও হইতেছে। কেননা পতি অনুদ্দেশ হইলে কতদিন প্রতীক্ষা করিবেক এবং সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগে পুনরায় সংসারে আইলে এবং ক্লীব স্থির হইয়া পুনরায় ঐ রোগশান্তি হইলে এবং পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলে কি হইবে এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্য কতকাল অপেক্ষা করিতে হইবেক এবং সপুত্রা কি অপুত্রা অথবা অক্ষত কি ক্ষত যোনির বিবাহ দিবার কি সাধারণ সকলেরই পক্ষে ঐ বিধি এবং কোন বিধি মতে ঐ প্রকার বিবাহ হইবেক ঐ স্ত্রীর অথবা তদ্গর্ভজাত পুত্রের নাম কি হইবেক।

* কেননা বিপক্ষেরা বলিবেন যে স্মৃতির প্রমাণ ব্যাকরণ দ্বারা অর্থান্তরের চেষ্টা করা হইতেছে ফলতঃ বচনটী অশুদ্ধ শব্দে গঠিত হওয়ায় ইহার প্রতি বিপুল সন্দেহ হইতে পারে।

ইত্যাদি অনেক বিষয় পরাশর সংহিতায় কিছুই মীমাংসা নাই। যদি বল যে অন্য শাস্ত্র দ্বারা ঐ সকল বিষয় মীমাংসা করিতে হইবেক। তাহাতে দেখা যায় যে পতি অনুদ্দেশ হইলে কতদিন পরে ঐ স্ত্রীর বিবাহ হইবেক তাহার বিধি কোন শাস্ত্রে নাই তবে এই মাত্র আছে যে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত অনুদ্দেশ হইলে তাহার কোন সংবাদ না পাইলে ঐ ব্যক্তিকে মৃত জ্ঞান করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ করিবেক পরে যদি সে পুনরাগত হয় তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবেক। কিন্তু ঐ দ্বাদশ বর্ষ গতে যে তাহার স্ত্রীর বিবাহ দিতে হইবেক ইহা কোনশাস্ত্রেই নাই বিশেষ যুক্তিসিদ্ধও নহে কারণ দ্বাদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া ঐ স্ত্রীর বিবাহ দিলে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না কারণ ঐ সময় প্রতীক্ষাতে স্ত্রীলোক প্রায় বৃদ্ধা হইয়া যায় এবং অনুদ্দেশ হওয়া ব্যক্তি পুনরাগত হইলে তাহার স্ত্রীকে আর সে পাইবেক না ইহা নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ হইতেছে। এবং সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিলে বা হঠাৎ পুংশক্তি রহিত হইয়া ক্লীব হইলে বা পতিত হইলে কতকাল প্রতীক্ষা করিয়া তাহার স্ত্রীর বিবাহ হইবেক তাহাও কোন শাস্ত্রে বিধি দৃষ্ট হয় না এবং তাহারা পুনরাগত এবং রোগ হইতে মুক্ত ও প্রায়শ্চিত্ত করিলে যে আপন স্ত্রী পাইবেক না ইহার যুক্তিও দেখিনা বরং তাহাতে সর্ব্বদাই অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারে। বিশেষতঃ পতিত ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহ দিতে হইলে বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রসম্মত অনেক লোক পতিত হইতেছে তাহাতে প্রতিদিন সহস্র বিবাহ দিতে হইবেক। ত্রৈকালজ্ঞ পরাশর ঋষি ইহা অবশ্যই জানিতেন যে ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটিবেক

তাহা জানিয়াও এপ্রকার ব্যবস্থা দেওয়া কখনই সঙ্গত কথা নহে। এবং ঐরূপ স্ত্রীর বিবাহ যে পরিশুদ্ধ বিবাহ হইবেক তাহার বিধি কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না এবং তাহা যুক্তি-সিদ্ধও হইতেছে না কেননা স্বামীর মৃত্যু ইত্যাদি উপরোক্ত ঘটনাতে পুত্রবতী স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইলে বালক পুত্রটীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট তাহার যাইতে এবং স্বামীর সম্পত্তির রক্ষক স্থির করিতে হয় নতুবা বালক পুত্রের উপায়াভাব বিশেষতঃ বিদেশীয় জাতির ন্যায় এই দেশের লোক নিঃস্ব নহে এবং বিবাহিত পতিও স্ত্রীকে তাহার বাটীতে লইয়া যাইবে। এদিকে বিবাহের ব্যবস্থাও পরিস্কার থাকিল তাহাতে আর নিকৃষ্ট শ্বাপুর যাতনা সহ্য করার প্রয়োজন না থাকায় সুতরাং পুত্রটীকে উৎপাৎ জ্ঞান করিয়া কৌশলে তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে। ইহা ভ্রূণ হত্যা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইতেছে।

যদি বল যে পুত্রবতীর বিবাহ না দিয়া অপুত্রার বিবাহ দিলে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। তাহাতেও পুত্রবতীরা কৌশলে পুত্রের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া অপুত্রা হইয়া বসিবেন। এবং পূর্ব্ব স্বামী পুনরাগত ও রোগমুক্ত এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যেরূপ স্ত্রী হারাইল তদ্রূপ প্রাণোপম পুত্রও হারাইল পরাশর মুনি ত্রৈকালজ্ঞ হইয়াও এইরূপ অনিষ্টকর ব্যবস্থা দিয়াছেন ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক হইতেছে। যদি বল যে উহা সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল অক্ষতযোনি-বিধবার বিবাহ দেওয়াই উদ্দেশ্য কিন্তু তাহা পরাশরের বচনে নাই। তবে অন্যশাস্ত্রে আছে যে অক্ষত এবং ক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ হইলে সে স্ত্রী

পুনর্ভূ এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র পৌনর্ভব হইবেক। তদ্ভিন্ন বিধবার বিবাহ যে পরিশুদ্ধরূপে হইবেক তাহা দেখা যায় না বিশেষতঃ পরাশরসংহিতায় পুনর্ভূ ও পৌনর্ভব বিষয়ের কিছুই বিধান নাই। অতএব বিবাহিতা এবং বিধবার পুনর্ব্বিবাহ দেওয়ার বিধি পরাশর ঋষি করেন নাই এবং করিবার উদ্দেশ্য ছিল না এবং তিনি সমুদায় ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ের ব্যবস্থাও করেন নাই ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল রহিত করাও হয় নাই তবে পরাশর স্মৃতির উদ্দেশ্য কি তাহা দেখা যাউক।

পরাশরসংহিতা ১ অধ্যায় ২৩ শ্লোক।

কৃতেতুমানবোধর্ম্ম স্ত্রেতায়াংগৌতমঃস্মৃতঃ।
দ্বাপরেশাঙ্খলিখিতঃ কলৌপারাশরস্মৃতঃ।

মনু ও গৌতম এবং শাঙ্খলিখিত ও পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিযুগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা ঐ ঐ যুগে ঐ ঐ শাস্ত্র সকল প্রধানরূপে গণ্য হইবেক। বিঃ সাঃ মঃ স্বীয় পুস্তকের ৪পৃষ্ঠার নিচে টিপ্পনীতে এই অর্থ স্বীকার আছেন।

এই বচন দ্বারা সামান্যাকারে পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র কলিতে প্রধানরূপে প্রামাণ্য বটে কিন্তু পরাশর সংহিতা যে, সকল বিষয়ে প্রধান তাহা বলা যাইতে পারে না বিশেষতঃ বিধবা বিবাহের ব্যবস্থাপক পরাশর ঋষি যে নহে তাহা পূর্ব্বে দেখান হইল তবে পরাশর কোন বিষয়ের বক্তা হইতেছেন, কেমনা বিবাহ সংস্কার রাজধর্ম্ম, দায় ভাগ এবং উপনয়নাদি সংস্কার প্রভৃতি কোন ব্যবস্থাই স্পষ্টরূপে মীমাংসা করেন নাই এবং যে কোন বিষয় হউক না কেন তাহার ব্যবস্থা

করিতে হইলে অন্যান্য শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়। তবে পরাশর সংহিতায় প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ের অধিক কথা বলা হই-য়াছে। তাহাতেও মনু যাহা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। এবং পরাশর সংহিতার বিশেষ বচন দ্বারা তাহাই প্রমাণ হইতেছে। যথা

পরাশর সংহিতা

১অধ্যায় ৩৩ শ্লোক।

যুগেচ যুগেচ সামর্থং শেষং মুনিভির্ভাষিতং।
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং প্রধীয়তে।

মুনিগণ যুগভেদে সামর্থ ভেদ এবং অন্যান্য ভেদ সকল কহিয়াছেন পরন্তু কলিযুগে পরাশরোক্ত প্রায়শ্চিত্তই প্রধান হইতেছে।

ঐ সংহিতার ষষ্ঠাধ্যায় ১ শ্লোক।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রাণিহত্যাসু নিষ্কৃতিম্।
পরাশরেণ পূর্ব্বোক্তাং মন্বর্থেপিচবিস্মৃতাং। (*)

অতঃপর প্রাণি-হত্যাদি নিষ্কৃতি যাহাতে হয় তাহা আমি বলিতেছি মনু যাহা যাহা বিস্মৃতিক্রমে বলেন নাই এবং পূর্ব্বে পরাশর তাহা বলিয়াছেন। এই বচন দ্বারা বোধ হয় যে ১অধ্যায়ের ২৩শ্লোকে যে কলিযুগে পরাশর স্মৃতি প্রধান বলা

---

* এই দুইটী বচন দৃষ্টে বোধ হয় যে পরাশরসংহিতার বক্তা অন্য কোন ব্যক্তি ছিলেন কেননা পরাশর বলিয়াছেন একথা বচনে প্রকাশ হইতেছে এবং অন্যান্য কয়েকটী বচনেও ঐরূপ আছে যে হউক তাহার নাম প্রকাশ না থাকায় ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে না। ফলকথা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এসংহিতার বচনেও স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে ধরিয়াছেন বটে তথাপি বিপুল সন্দেহ যাইতেছে না।

হইয়াছে তাহা প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েই থাকা উদ্দেশে বলা হইয়াছে নতুবা উপরোক্ত ৩৩ শ্লোকে প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে পরাশর স্মৃতি প্রধান একথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি ছিল। অতএব এই দুই বচন এবং পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য কারণে সিদ্ধান্ত হয় যে পরাশর স্মৃতি প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে কলিতে প্রধান প্রমাণ স্বরূপ মান্য ও গণ্য হইতেছে। নতুবা অন্যান্য বিষয়ে আনুসঙ্গিকভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহা নূতন নহে তৎসমস্ত প্রায় অন্য স্মৃতির অনুকরণ মাত্র হইতেছে তদ্বিষয় মিলন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইতে পারে। বিশেষতঃ নষ্টেমৃতেপ্রব্রজিত ইত্যাদি শ্লোক নারদসংহিতার অবিকল অনুকরণ হইতেছে। ইহাতেও ঐকথা প্রমাণ দিতেছে। যদি ঐ বচন বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহের বিধান করিবার উদ্দেশে পরাশর ঋষি বলিতেন তবে অন্ততঃ ঐ স্ত্রীর বিবাহ কি প্রকারে হইবেক এবং তদ্গর্ভজাত পুত্রের নাম কি তাহা বলিতেন। কেননা পূর্ব্বে মনু যে আট প্রকারবিবাহের কথা বলিয়াছেন তাহার কোন বিবাহের অন্তর্গত এই বিবাহ হইতেছে না।

আটপ্রকার বিবাহ এই।

মনু ৩ অধ্যায় ২১ শ্লোক।

ব্রাহ্মোদৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বোরাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোধমঃ।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও অধম পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ হইতেছে।

মনু ৩ অধ্যায় ২৭ হইতে ৩৪ শ্লোকে ঐ আট প্রকার বিবাহের লক্ষণ যে আছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই।

বস্ত্রালঙ্কারাদি ভূষিতা কন্যা উত্তম বরকে বিধিপূর্ব্বক প্রদান। ব্রাহ্ম। যজ্ঞেতে সালঙ্কৃতা কন্যা বিধিপূর্ব্বক পুরোহিতকে দান। দৈব। একটী গাভী বা একটী বৃষ অথবা উভয়,যজ্ঞার্থে বরপক্ষ হইতে লইয়া যে কন্যা দান করা যায় তাহা। আর্ষ। তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ কর এই বর ও কন্যাকে বলিয়া বিধি পূর্ব্বক অর্চ্চনা দ্বারা যে কন্যা দান তাহার নাম প্রাজাপত্য। কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে পণ দিলে যে ঐ কন্যা দান করা যায়। তাহার নাম। আসুর। কন্যা এবং বর উভয়ে পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয় তাহা। গান্ধর্ব্ব। বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস। নিদ্রায় অভিভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা কামোন্মত্তাকে কুকর্ম্ম করিয়া যে বিবাহ হয় তাহাকে পৈশাচ অধম বিবাহ বলে। ইহার মধ্যে গান্ধর্ব্ব্য ও রাক্ষস ক্ষত্রিয়জাতির মধ্যেই অধিক চলন থাকা পুরাণ পাঠে জানা যায়। এক্ষণ ব্রাহ্ম ও আসুর বিবাহই প্রচলিত আছে তদ্ভিন্ন আর আর বিবাহ প্রচলিত থাকা এদেশে দেখা যায় না। যে হউক এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে পরিশুদ্ধ রূপে বিধবা বিবাহ কোন প্রকারের অন্তর্গত স্থির হইতেছে না। এই সকল বিবাহে কন্যা অর্থাৎ কুমারী অবিবাহিতা কন্যারবিবাহই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ অবিবাহিতার বিবাহই বিবাহ হইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য ১ অধ্যায় ৫২ শ্লোক।

অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাংস্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাংকান্তা মসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সুলক্ষণা অবিবাহিতা অসপিণ্ডা

বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। ইহার মধ্যে অবিবাহিতা ও অসপিণ্ডা এবং বয়ঃকনিষ্ঠা বিবাহই নিয়মবিধি হইতেছে। সুলক্ষণা না হইলেও চলে। এবং উদ্বাহ তত্ত্বধৃত মহাভারতের বচনে আছে যে।

ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেতনগ্নিকাং।
অতোঽপ্রবৃত্তেরজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতাসকৃৎ॥

ত্রিশবর্ষবয়ঃক্রমে পুরুষ ঋতু না হওয়া ষোড়শবর্ষা কন্যাকে বিবাহ করিবেক। এই কারণে পিতা যে কন্যার ঋতু হয় নাই তাহাকে একবার মাত্র দান করিবেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্মৃতিসাগরের সপ্তসম্বৎসরাদূর্দ্ধং ইত্যাদি বচন দ্বারা মীমাংসা করেন যে সাতবৎসরের ঊর্দ্ধ অষ্টমবর্ষ প্রবর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ঋতু না হওয়া কন্যার বিবাহই প্রকৃত বিবাহ তবে পিত্রাদিরা কন্যার বিবাহের চেষ্টা না করিলে যদি ঋতু হয় তবে তাহারা পাপী হইবেক এবং চেষ্টা করিয়া পাত্র না পাইলে যদি ঋতু হয় তবে তাহারা পাপী নহে। কিন্তু ঐ উভয় গতিকে বিবাহে দানের ফল অল্প মাত্র হইবেক বলিয়া ঐ বিবাহ অপ্রশস্ত হইতেছে। ইহা মন্বাদি সম্মত এই কারণে সাধু সমাজে ঋতু না হওয়া কন্যার বিবাহ দেওয়ারই চেষ্টা হইতেছে। অতএব অবিবাহিতার বিবাহই বিবাহ তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার বিবাহের বিধি নাই। তবে পূর্ব্বে যে পুনর্ভূ বিবাহের কথা বলা হইয়াছে তাহার সংস্কার কেবল মঙ্গলার্থে প্রজাপতি যাগ দ্বারা নির্ব্বাহ হইত মাত্র তাহাতে বিধিপূর্ব্বক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি এবং পাণিগ্রহণিকাদি বৈবাহিক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গোত্র ও তিনপুরুষের নাম উল্লেখে

পুনরায় দান করা হইত না। কেননা কন্যা দান একবার ব্যতীত দুইবার হইতে পারে না উপরে মহাভারতের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে এক্ষণ আরো প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

মনু ৯ অধ্যায় ৪৭ শ্লোক।

সকৃদংশোনিপততি সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহদদানীতি ত্রীন্যেতানি সতাংসকৃৎ॥

ভ্রাতৃগণ পৈতৃক সম্পত্তি একবার অংশ করিবেন কন্যা একবার মাত্র দান হইবেক এবং দদানি বাক্য একবার বলিবেক। সাধুদিগের এই তিন কর্ম্ম একবার ব্যতীত দুইবার হয় না। ইহা দ্বারা দত্তা কন্যার পুনরায় দান হইতে পারে না।

এবং মনু ৮ অধ্যায় ২২৬ শ্লোক।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতা।
না কন্যাসুকচিৎনৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়াহিতাঃ।

পাণিগ্রহণিকা অর্থাৎ বিবাহ সম্বন্ধীয় মন্ত্র, কন্যার অর্থাৎ অবিবাহিতার প্রতি উক্ত হইয়াছে। অকন্যা অর্থাৎ বিবাহিতার প্রতি উক্ত হয় নাই। কেননা তাহারদিগের বিবাহে ধর্ম্মক্রিয়া লুপ্ত হয়। কুল্লূকভট্ট মহাশয় টীকাতে তাহার একটী মন্ত্র লিখিয়াছেন তাহাতে কন্যা শব্দ আছে। পরিশেষে তিনি মীমাংসা করেন যে অকন্যা অর্থাৎ বিধবাদিগের পুনর্ভূ বিবাহে হোম মন্ত্রপাঠ করিবেক কিন্তু ঐবিবাহ ধর্ম্ম্য নহে তাহা অধর্ম্ম্য বিবাহ হইতেছে। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে প্রজাপতি যাগ দ্বারা ঐ বিবাহ নির্ব্বাহ হইত। বিশেষতঃ সম্প্রদান কালে কন্যার পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া যে দান করিতে হয় তাহা পুনর্ভূ বিবাহে হইতে পারে না কেননা গোত্রান্ত মন্ত্র দ্বারা

কন্যা একবার গোত্রান্ত হইয়া আজীবন পতি গোত্র উল্লেখ করিয়া ব্রতনিয়ম পূজা দীক্ষা প্রভৃতি যে কিছু কার্য্য করিয়া থাকেন এবং তাহার মরণান্তে যে শ্রাদ্ধাদি হয় তাহাতে পতি গোত্র উল্লেখ হইয়া থাকে এমতাবস্থায় তাহাকে পুনরায় পিতৃ-গোত্র উল্লেখে দান করা যাইতে পারে না। স্ত্রীলোক বেদ মন্ত্র দ্বারা গোত্রান্তর হওয়ার বিষয়ে আরো প্রমাণ এই যে।

উদ্বাহতত্ত্বধৃত লঘুহারীত সংহিতার বচন।

স্বগোত্রাদ্‌ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যাতস্যাঃ পিণ্ডোদকঃক্রিয়া।

বিঃ ১৬৭ পৃঃ।

বিবাহাঙ্গ সপ্তপদী গমন হইলে ঐ স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়। তাহার শ্রাদ্ধ তর্পণ পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবেক। এবং।

উদ্বাহতত্ত্বধৃত বশিষ্ঠ বচন।

পাণিগ্রহনিকামন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্ত্তুর্গোত্রেণ নারীণাং দেয়ংপিণ্ডোদকংততঃ।

বিঃ ১৬৮ পৃঃ।

পাণিগ্রহণ সম্পাদক মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী, পিতৃগোত্র হইতে অপহৃত হয় তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবেক। বিঃ সাঃ মঃ বলেন যে ঐ স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত সে পিতৃগোত্রে থাকে। তাহার প্রমাণ উদ্বাহতত্ত্বধৃত কাত্যায়ন বচন।

সংস্কৃতায়াস্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকং।
পৈতৃকংভজতে গোত্র মূর্দ্ধন্তুপতিপৈতৃকং। বিঃ ১৬৭ পৃঃ

বিঃ মাঃ মঃ অর্থ করেন যে। বিবাহ সংস্কার হইলে স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে সপিণ্ডীকরণের পর শ্বশুর গোত্রভাগিনী হয়। এই অর্থ নিতান্ত অসঙ্গত হইতেছে। কারণ বচনের প্রকৃত অর্থ ঐরূপ নহে। বিশেষতঃ বেদমন্ত্র এবং পূর্ব্বোক্ত হারীত ও বৃহস্পতি বচনের সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য এবং অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে ঐ স্ত্রীর পতি গোত্রে যে সকল কার্য্য ব্যবহারে প্রচলিত আছে তাহার বিপরীত বিধায় কোনক্রমে কর্ম্মণ্য হইতেছে না। বচনের প্রকৃত অর্থ এই যে। ভার্য্যা সংস্কৃতা হইলে পর তাহার সপিণ্ডী করান্তিক অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণ কালীন পার্ব্বন শ্রাদ্ধ ঐ স্ত্রীর পিতৃগোত্র অর্থাৎ পিতৃকুলকে ভজনা করে। অর্থাৎ ঐ স্ত্রীর পিতা পিতামহাদির নামকরণে হয়। এবং সপিণ্ডীকরণের ঊর্দ্ধ যে পার্ব্বন হয় তাহাতে ঐ স্ত্রীর পতির পিতৃ পিতামহাদির নামে হয়। ইহাতে সপিণ্ডীকরণান্তিক কর্ম্ম পিতৃগোত্র ভজনা করে এই অর্থ ব্যতীত স্ত্রী পিতৃগোত্র ভাগিনী হয় এ প্রকার অর্থ কোনক্রমেই হইতে পারে না। ইহার কর্ত্তৃপদ সপিণ্ডীকরণান্তিকং এবং কর্ম্মপদ পৈতৃকং গোত্রং। ক্রিয়াপদ ভজতে। তাৎপর্য্য এই যে গোত্র শব্দে কুল বুঝায় * তাহাতে পিতৃকুল উল্লেখে ঐরূপ সপিণ্ডীকরণ নিমিত্ত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ হয় আর অমাবস্যা অথবা অপর পক্ষে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহার বিকৃত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ অর্থাৎ পার্ব্বন বিধানে যে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হয় তাহাতে পতির পিতৃকুলের নাম উল্লেখে হয় এই জন্য ঊর্দ্ধন্তু পিতৃ পৈতৃকং এই শব্দ আছে। ফলিতার্থে আমারদিগের শাখাতে ঐরূপ

* কুলং জনপদে গোত্রে। ইত্যমরঃ।

ব্যবহার নাই। তাহাতে সপিণ্ডীকরণ সময়েও পতির পৈতৃক কুল অর্থাৎ স্বামীর পিতৃপিতামহাদির নামোল্লেখ হইয়া থাকে বিকৃত পার্ব্বণেরত কথাই নাই। এজন্য রঘুনন্দন ভটাচার্য্য মহাশয় বলেন যে কাত্যায়নীয় বচন শাখান্তরীয় বিধায় শিষ্টাচারে ব্যবহার নাই তিনি অনাবশ্যকীয় বিবেচনায় ঐ বচনের অর্থ করেন নাই তাহাতেই বিঃ সাঃ মঃ আড়ম্বর করিয়াছেন। পাঠকবর্গের বোধ-সুলভ জন্য আমি পরিস্কার অর্থ করিলাম ইহা রঘুনন্দনের মতের সহিত ঐক্য ভিন্ন বিরুদ্ধ হইতেছে না। বিঃ সাঃ মঃ বিধবার বিবাহ দিবেন বলিয়া সমুদায় শাস্ত্রের ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে বচনের অর্থ করিয়া দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তিনি বলেন স্ত্রীলোকের ব্রত নিয়ম ইত্যাদিতে গোত্র উল্লেখের প্রয়োজন নাই এই কথা সঙ্গত কি না পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। এই সকল শাস্ত্র দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে পূর্ব্বকার পুনর্ভূ বিবাহে বৈবাহিক সমুদায় কার্য্য হইত না তাহা অধর্ম্ম্য বিবাহ তবে মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য একটি হোম করিয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করা হইত। যদি বল যে পুনর্ভূ বিবাহ অধর্ম্ম্য হইলে মন্বাদি ঋষিরা তাহার বিধি কি জন্য করিয়াছেন। তাহাতে বক্তব্য এই যে।

পুনর্ভূ বিবাহের কারণ। মনুর ৯ অধ্যায় ৬৫ হইতে ৬৮ পর্য্যন্ত শ্লোকে এবং বক্ষ্যমান বৃহস্পতি বচনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃকীর্ত্ততে ক্বচিৎ।
নবিবাহা বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ। ৬৫ ॥

অযংদ্বিজৈর্হিবিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মোবিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণা মপিপ্রোক্তো বেণেরাজ্যং প্রশাসতি ৬৬।
সমহীমখিলাং ভুঞ্জন্‌রাজর্ষিঃ প্রবরঃপুরা।
বর্ণানাং শঙ্করং চক্রে কামোপহত চেতনঃ। ৬৭।
ততঃপ্রভৃতি যোমোহাৎ প্রমীতংপতিকাংস্ত্রিয়ং।
নিযোজয়ত্যপর্থংতংবিগর্হন্তিসাধবঃ। ৬৮।

বৈবাহিক মন্ত্রে একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ এবং বিবাহ বিধিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিধি নাই। ৬৫। বেণরাজার রাজ্যশাসন কালে ঐরূপ নিন্দিত পশুধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল নতুবা দ্বিজগণ ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ঐ ধর্ম্ম মাননীয় নহে। ৬৬ ঐ বেণরাজা রাজর্ষি শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি অখিল পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন কিন্তু কামেতে হতবুদ্ধি হইয়া ঐ ধর্ম্ম প্রচার ও বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৬৭। তদবধি ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত হওয়ায় মোহপ্রযুক্ত মৃতভর্ত্তৃকা স্ত্রীতে যে কোনরূপে সন্তান উৎপন্ন করণার্থে নিযুক্ত করে সাধুরা তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ৬৮।

যদি বল যে পরাশর ঋষি যখন বিধবার বিবাহের বিধি করিয়াছেন তখন শাস্ত্রান্তরের দ্বারা যে দোষযুক্ত পুনর্ভূবিবাহ বিধি আছে তাহার বিধানমতে এক্ষণ বিবাহ প্রচলিত হইবেক। এবং ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে পৌনর্ভব পুত্র বলা যাইবেক। ইহাতে বক্তব্য এই যে পরাশর ঋষি আদৌ বিধবার বিবাহের বিধি করেন নাই তাহা পূর্ব্বে মিমাংসা করা হইয়াছে। এবং কলিযুগে পৌনর্ভব পুত্র ও বাগ্‌দত্তা অথবা বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ ও ক্ষেত্রজ পুত্র এবং নিয়োগ বিধি রহিত হইয়াছে।

## কলিযুগের নিষিদ্ধ বিষয়।

### বৃহস্পতিসংহিতা।

উক্তোনিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেবতু।
যুগহ্রাসাদ শক্যোঽয়ং কর্ত্তুমন্যৈর্বিধানতঃ।
তপোজ্ঞানসমাযুক্তাঃ কৃতাত্রেতাযুগে নরাঃ।
দ্বাপরেচ কলৌনৃণাং শক্তি হানির্হি নির্ম্মিতা।
অনেকধা কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যৈঃ পুরাতনৈঃ।
নশক্যন্তেঽধুনাকর্ত্তুং শক্তিহীনৈ রিদন্তনৈঃ।

বিধবাতে সন্তানোৎপাদনের নিয়োগ ধর্ম্ম মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা তিনি স্বয়ংই নিষেধ করিয়াছেন কেন না যুগের হ্রাস হওয়াতে লোক সকল বিধান পূর্ব্বক ঐ সকল কার্য্য করিতে শক্ত হইবেক না। কারণ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে লোক সকল তপঃ জ্ঞান সমাযুক্ত ছিল কলির লোক সকল শক্তিহীন রূপে সৃজন হইয়াছে। অতএব পুরাতন ঋষিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট অনেক প্রকার পুত্র লোকের ছিল এক্ষণ লোক সকল শক্তিহীন থাকাতে তাহা করিতে সমর্থ নহে। অনেক পুত্র থাকার প্রমাণ।

মনু ৯ অধ্যায় ১৫৮।১৫৯।১৬০।

পুত্রান্দ্বাদশ যানাহনৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
তেষাংষড়বন্ধু দায়াদা ষড়দায়াদ বান্ধবাঃ। ১৫৮।
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃকৃত্রিমএবচ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চদায়াদা বান্ধবাশ্চষট্। ১৫৯।
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ন্দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদ বান্ধবাঃ। ১৬০।

স্বায়ম্ভুব মনু যে দ্বাদশ প্রকার পুত্র কহিয়াছেন উহার মধ্যে, ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন অপবিদ্ধ এই ছয় পুত্র বান্ধব ও দায়াদ। কানীন সহোঢ় ক্রীত পৌনর্ভব স্বয়ন্দত্ত ও শূদ্রা পুত্র এই ছয় পুত্র দায়াদ নহে কিন্তু বান্ধব হইতেছে। এইরূপ অন্যান্যস্মৃতিকারেরা ক্রম বিপর্য্যায় ক্রমে কেহ দ্বাদশ কেহ ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত পুত্র থাকা কহিয়াছেন। বৃহস্পতি ত্রয়োদশ পুত্র ধরিয়া বলেন যে।

আজ্যংবিনা যথাতৈলং সদ্ভিঃ প্রতিনিধিঃ কৃতং।
তথৈকাদশ পুত্রাস্তু পুত্রিকৌরসয়ো বিনা।

যেমন ঘৃতের প্রতিনিধি তৈল হয় তদ্রূপ ঔরস ও পুত্রিকা পুত্রব্যতীত অন্য একাদশ পুত্র হইতেছে। এবং পরাশর বলেন পুত্র চারি প্রকার—

পরাশর সংহিতার ৪ অধ্যায় ২০ শ্লোক।

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃসুতঃ।

ঔরস দত্তক ও কৃত্রিম এবং ক্ষেত্রজ। ইহার মধ্যে ক্ষেত্রজের অভাব হইয়াছে তাহা পরে ব্যাখ্যা করা যাইবেক। কিন্তু পৌনর্ভব প্রভৃতি আর আর পুত্র সকল নিষেধ ইহাতে হইতেছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণসুতোৎপত্তির্মধুপর্কেপশোর্বধঃ।
মাংসাদনংতথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তায়াশ্চৈবকন্যায়াঃ পুনর্দানংপরস্যচ।
দীর্ঘকালংব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥

মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধশ্চতথামখং।

ইমান্ধর্ম্মান্ কলিযুগেবর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ। বিঃ ১০ পৃঃ।

সমুদ্রযাত্রা কমণ্ডলুধারণ দ্বিজাতীর ভিন্ন জাতীয় স্ত্রী বিবাহ দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন মধুপর্কেপশুবধ শ্রাদ্ধেমাংসভোজন বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বন দত্তাকন্যাকে পুনরায় দান দীর্ঘকাল ব্রহ্ম-চর্য্যানুষ্ঠান নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান গমন গোমেধ যজ্ঞ মনীষি অর্থাৎ ঋষিগণ এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান কলিযুগে নিষেধ করিয়াছেন।

আদিত্য পুরাণ।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণসুতোৎপত্তির্দত্তাকন্যাপ্রদীয়তে।
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চদ্বিজাতিভিঃ॥
আততায়ি দ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেনহিংসনম্।
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশোবিধিদেশিতঃ॥
বৃত্তঃস্বাধ্যায় সাপেক্ষমঘসংকোচনস্তথা।
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাংমরণান্তিকং॥
সংসর্গদোষঃপাপেসু মধুপর্কেপশোর্ব্বধ।
দত্তৌরসেতরেষাস্তু পুত্রত্বেনপরিগ্রহঃ॥
শূদ্রেষুদাসগোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্।
ভোজ্যান্নতাগৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ॥
ব্রাহ্মণাদিষুশূদ্রস্য পক্বতাদিক্রিয়াপিচ।
ভৃগ্বগ্নিপতনঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণন্তথা॥
এতানিলোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌমহাত্মভিঃ।
নির্বর্ত্তিতানিকর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকংবুধৈঃ॥ বিঃ ১২ পৃঃ

দীর্ঘকালব্রহ্মচর্য্য কমণ্ডলুধারণ দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন দত্তা কন্যার পুনর্দান দ্বিজাতিদিগের অসবর্ণা কন্যা বিবাহ ধর্ম্ম-যুদ্ধে আততায়ী ব্রাহ্মণের প্রাণবধ বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বন চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন অনুসারে অশৌচসংক্ষেপ ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত পাতকীর সংসর্গে দোষ মধুপর্কেপশুবধ দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহ গৃহস্থ দ্বিজের শূদ্র মধ্যে দাসগোপাল এবং কুলমিত্র অর্দ্ধসীরির অন্নভোজন অতি দূরে তীর্থযাত্রা শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া উন্নত স্থান হইতে পতন এবং অগ্নি প্রবেশাদি দ্বারা বৃদ্ধাদির মরণ মহাত্মা ঋষিগণ লোক রক্ষার নিমিত্ত কলির আদিতে ব্যবস্থাপূর্ব্বিক এই সকল কর্ম্ম রহিত করিয়াছেন।

আদিপুরাণ।

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধন্তথা।
কলৌপঞ্চনকুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াংকমণ্ডলুং॥ বিঃ ২৬ পৃঃ।

বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ জেষ্ঠাংশ গোমেধযজ্ঞ এবং মধুপর্কে পশুবধ, ভ্রাতৃজায়াতে পুত্রোৎপাদন কমণ্ডলুধারণ। কলিযুগে এই পাঁচকর্ম্ম করিবে না।

ক্রতুসংহিতা।

দেবরাচ্চসুতোৎপত্তির্দত্তাকন্যানদীয়তে।
নযজ্ঞেগোবধঃকার্য্য কলৌনচ কমণ্ডলুঃ॥ বিঃ ২৭ পৃঃ।

দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তা-কন্যার দান, যজ্ঞে গোবধ, কমণ্ডলুধারণ কলিযুগে করিবেক না। রঘুনন্দন ভটাচার্য্যের মলমাস তত্ত্বে এই সংক্রান্ত আরো বচন আছে। এই সকল বচন দ্বারা বাগ্‌দত্তা ও বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ এবং

নিয়োগ দ্বারা পুত্রোৎপাদন ও ক্ষেত্রজ পুত্র এবং পুনর্ভূরূপে বিধবার বিবাহ ও পৌনর্ভব পুত্র কলিযুগে স্পষ্ট বাক্যে রহিত হইয়াছে। তাহাতে বাগ্‌দত্তার বিবাহ রহিত হওয়ায় সাধু সমাজে প্রায় বৈধ বাগ্‌দান কোন জাতির মধ্যেই প্রচলিত নাই। তবে সম্বন্ধ নির্ণয় পত্র যে হইয়া থাকে তাহাকে বাক দান বলা যায় না কেননা অমুকের কন্যার সহিত অমুকের পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণয় হইল মূল ভবিতব্য এই বলিয়া পত্র হইয়া থাকে। তাহাও অনেকে করেন না। তবে বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরমধ্যে কুলীনেরা বিবাহের দিনে করণ করিয়া থাকেন তাহাকেই বাগ্‌দান বলা যায়। কিন্তু যদি দৈবাৎ ঐ দিবসে বিবাহ না হইয়া ঐ পতির মৃত্যু হয় তবে ঐ কন্যাকে কুলীনে অথবা উত্তম ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করেন না জঘন্য ব্রাহ্মণে তাহাকে বিবাহ করে এবং ঐ কন্যার হস্তে সাধুলোকেরা অন্নভোজন করেন না তাহাকে করণীয়া কন্যা বলে করণ এই রূপে হয় অর্থাৎ উভয় পক্ষের গোত্র ও তিন পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া দুইটী কুশার পুত্তলিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করতঃ হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া সম্প্রদান করিলাম বলিয়া বাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি কার্য্য সমাধান্তে জলে ডুবাইয়া দিতে হয় ইহাতে ক্বচিৎ কখন বরের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে নতুবা সচরাচর হইবার সম্ভব নহে। বিঃ সাঃ মঃ বলেন যে বৃহন্নারদীয় পুরা-ণের বচনে যে দত্তা কন্যার দান নিষিদ্ধ হইয়াছে সে বাগ্‌দত্তা কন্যার প্রতি বর্ত্তে কেননা দত্তা শব্দে বাগ্‌দত্তা ও বিবাহিতা উভয়কেই বুঝায় বিঃ২৯পৃঃ। এস্থলে বাগ্‌দত্তা হইতেছে কারণ

যাজ্ঞবল্ক্য বচনে যে বাগ্‌দত্তার বিবাহের বিধি ছিল তাহাই রহিত হইতেছে বিধবা বিবাহ নিষেধ হয় নাই। এইরূপ অন্যান্য বচনেরও মীমাংসা হইবেক। এইরূপ ব্যাখ্যা নিতান্ত অসঙ্গত কেননা ফলমূলাদি আমীষ স্পর্শ হইলে তাহা ভক্ষণ নিষেধ সাক্ষাৎ আমীষ ভোজনে কোন দোষ নাই এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে অর্থাৎ বাগ্‌দত্তার বিবাহ নিষিদ্ধ বিবাহিতার বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। যে হউক স্বগ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় কলিতে পৌনর্ভব পুত্র নিষিদ্ধ থাকা স্বীকার করিয়া বলেন যে আদিত্য পুরাণাদি বচন দ্বারা কলিতে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে। কিন্তু পরাশর সংহিতার বচন দ্বারা বিধবার বিবাহ বিধি নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতির প্রমাণ বলবৎ বিধায় ঐ সকল বচন কর্ম্মণ্য নহে। যথা ব্যাস বচন।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধোযত্রদৃশ্যতে।
তত্রশ্রৌতং প্রমাণান্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ বিঃ ২৯ পৃঃ।

যে স্থলে বেদ ও স্মৃতি এবং পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক তথায় বেদই প্রমাণ এবং স্মৃতি পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রমাণ।

অতএব পুরাণবচন দ্বারা স্মৃতির ব্যবস্থা রহিত হইতে পারে না ইত্যাদি কিন্তু স্বয়ংই অন্যস্থলে রহিত হওয়া স্বীকার করিতেছেন। যথা স্ব-গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় বলেন যাজ্ঞবল্ক্যবচনে যে বাগ্‌দত্তার বিবাহ বিধি ছিল তাহা এই পুরাণবচন দ্বারা রহিত হইয়াছে। এবং ৮ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে বলেন যে দত্তক মীমাংসাকার বলেন কলিযুগে ক্ষেত্রজ পুত্র রহিত হইয়াছে তাহাতে পরাশর যে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান বলিয়াছেন

তাহা রহিত হইয়া ত্রিবিধ পুত্র কলিতে থাকা সিদ্ধান্ত হই-তেছে। আমি ও তদনুবর্ত্তী হইয়া পরাশরের ঐ বচনের অর্থাৎ পুত্র সংখ্যার বচনের ব্যাখ্যা করিলাম। কৃত্রিম পুত্র দত্তকের অন্তর্ভূত হইতেছে এই দুই স্থলে স্মৃতির প্রমাণ পুরাণ দ্বারা রহিত হওয়া স্বীকার হইয়াও বিধবা বিবাহের সময় স্বীকার করেন না ইহা নিতান্ত গরজের কথা। ফলতঃ পূর্ব্বে মন্বাদি সকল স্মৃতিতেই দ্বাদশ প্রকার পুত্র এবং অসবর্ণা বিবাহ ও দেবর দ্বারা সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি নানা প্রকার ধর্ম্ম যে প্রচলিত ছিল তৎসমুদায়ই পূর্ব্বোক্ত পুরাণবচন দ্বারা রহিত হইয়াছে ইহার আর কোন সন্দেহ নাই এবং ঐ অবধি পুনর্ভূ বিবাহও নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাও আর প্রচলিত নাই ইহা স্পষ্টরূপে দেখিয়া শুনিয়াও যে নূতন বিধি করিতে চাহেন ইহা কেবল পাণ্ডিত্য মাত্র হইতেছে। যদি বল যে পূর্ব্বপ্রচলিত কোন বিষয় নিষেধ হয় নাই কিন্তু তাহা আর বলিতে পার না কেন না বিঃ সাঃ মঃ স্বয়ং বলেন যে পূর্ব্বোক্ত বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি পুরাণবচন দ্বারা যে সকল বিষয় নিষেধ হইয়াছে তন্মধ্যে অশ্বমেধ ও অগ্নি প্রবেশ এবং কমণ্ডলু ধারণ দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ও সমুদ্র যাত্রা মহাপ্রস্থান গমন বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ কলিতে এই কয়েকটী ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে। কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য ২৫ টী স্থলে ঐ পুরাণের ব্যবস্থা বলবত রহিয়াছে ইহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। তবে যে যে স্থলে অনুষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করিয়া তাহার যে প্রমাণ দর্শাইয়াছেন তাহা দেখা যাউক। বিঃ সাঃ মঃ অশ্বমেধ হইতে মহাপ্রস্থান গমন পর্য্যন্ত

অনুষ্ঠান হওয়া বলিয়া কহ্লন রাজতরঙ্গিনী নামক আধুনিক ইতিহাসের প্রমাণ দর্শাইয়াছেন তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রীয় প্রমাণ নহে বলিয়া তাহার সত্যাসত্যের তদন্ত করা অনাবশ্যক তবে স্কন্দ পুরাণে শূদ্রক রাজার কথা উল্লেখ থাকা যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও ঐ রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কথা নাই তাহা তাঁহার স্বগ্রন্থের ১১১ হইতে ১১৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই জানা যাইবে। যে হউক ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য কেহ করিয়া থাকিলেও তাহা সাধারণের পক্ষে বৈধ ব্যবস্থা নহে। তবে মহাভারতে পাণ্ডবগণের অশ্বমেধ যাগ ও অর্জ্জুনের নাগ কন্যা বিবাহ করা যে ব্যক্ত আছে তাহা কলিযুগে কিনা তদ্বিষয় বিচার্য্য হইতেছে। কিন্তু তাহাতে দেখা যায় যে পাণ্ডবগণের ঐ ঐ কার্য্য করণ সময়ে কলিযুগ প্রবর্ত্ত হয় নাই তখন দ্বাপর যুগ বলিয়াই কর্ম্ম কাণ্ড চলিত কেন না যে পর্য্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে ছিলেন তৎকাল পর্য্যন্ত কলি প্রবর্ত্ত হয় নাই। যথা। শ্রীমদ্ভাগবত ১ স্কন্দ ১৫ অধ্যায় ৩৬।৩৭ শ্লোক।

যদামুকুন্দো ভগবানিমাংমহীং জহৌ স্বতন্ত্বা শ্রবণীয়সৎকথা।
তদাহরেবা প্রতি বুদ্ধচেতসা মধর্ম্ম হেতুঃ কলিরন্ববর্ত্ততঃ।৩৬
যুধিষ্ঠিরস্তৎ পরিসর্পণং বুধঃ পুরেচ রাষ্ট্রেচ গৃহে তদাত্মনি।
বিভাব্যলোভানৃতজিহ্ম হিংসনা দধর্ম্মচক্রং গমনায় পর্য্যধাৎ।৩৭

যাহার কথা সৎকথারূপে শ্রবণীয় হইয়াছে সেই ভগবান মুকুন্দ যখন আপন কলেবরের সহিত এই ভূমণ্ডল পরিত্যাগ করিলেন অপ্রতিবুদ্ধ চিত্তমানবগণের অমঙ্গল নিদানকালি সেই দিনেই আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। ৩৬। পণ্ডিত যুধিষ্ঠির

দেখিলেন কলি সেই দিনাবধি জনপদে গৃহে, সর্ব্বত্র সকল প্রাণিগণেতেই লোভ মিথ্যা কৌটিল্য হিংসাদি অধর্ম্ম চক্র সর্ব্বতোভাবেই অনুসরণ করিতেছে এবং আপনাতেও সেই রূপ অনুসরণ করিতে লাগিল দেখিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইবার জন্য তদুচিত বেশ পরিধান করিলেন।

ঐ ১২ স্কন্দ ২ অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

যস্মিন্ কৃষ্ণ দিবং যাত স্তস্মিন্নেব তদা হনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ।

যে দিবস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গমন করেন সেই দিবসে সেই সময়ে কলিযুগ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল অর্থাৎ কলির ব্যবহার আরম্ভ হইল পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাই বলিয়া থাকেন। ইহার পূর্ব্বে২৪ শ্লোকে আছে যে শ্রীকৃষ্ণের পাদ পদ্ম পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া থাকায় কলি আক্রমণ করিতে পারে নাই। অতএব যুধিষ্ঠিরদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অর্জ্জুনের বিবাহ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে থাকায় সংখ্যা গণনাতে রাজতরঙ্গিনীর বচনানুসারে কলির কতক বৎসর গত হওয়া স্বীকার করিলেও তৎকালে কলিযুগ বলিয়া প্রতিপন্নছিল না এবং কলিযুগের ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। ইহার আরো প্রমাণ এই যে পাণ্ডবেরা ক্ষেত্রজ সন্তান ছিলেন তাহা নির্ব্বিবাদে কথা এবং কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নিষেধ হইয়াছে বিঃ সাঃ মঃ। একথা স্বীকার,তবে তৎকালে কলির ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে পাণ্ডবেরা কি প্রকারে বৈধ্র পুত্র হইলেন অতএব ভাগবতের লিখিত কথাই সত্য প্রমাণ হইতেছে। ইহাতে তাঁহাদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক হইয়াছিল। কিন্তু রাজা জনমেজয়

ব্যাসবাক্য না শুনিয়া কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলেন জৈমিনিভারতে প্রমাণ আছে।

ঐরাবত নাগ রাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। গরুড় কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে নাগরাজ ঐ দুঃখিতা কন্যা অর্জ্জুনকে দেন অর্জ্জুন সেই কামবশবর্ত্তিনী কন্যাকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করেন। এই রূপে মহাবীর ইরাবান অর্জ্জুনের ঔরসে পরক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিঃ ৬১ পৃ। প্রতাপচন্দ্ররায়ের মহারতের অনুবাদের ভীষ্মপর্ব্বে ৯১ অধ্যায় ২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ইহাতে নরনারায়ণ অর্জ্জুন কি বিধানে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না এবং অন্যস্থান হইতেও প্রমাণ দেওয়া হয় নাই তবে কলিযুগে বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হওয়া কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। যদি ঐ কার্য্য কলিতে হওয়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় তবে অর্জ্জুন কলির ক্ষেত্রজ অর্থাৎ অবৈধ পুত্র বিধায় তাহার বিধবা বিবাহ সাধারণের পক্ষে প্রমাণ হইতে পারে না আর যদি তিনি ইন্দ্রের পুত্র স্বয়ং নরনারায়ণ ঋষি অর্থাৎ দেবতা হয়েন তবে দেবতার কার্য্যও মনুষ্যের পক্ষে প্রমাণ নহে কেননা তিনি সাক্ষাৎ মামাতো ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাও কি প্রমাণ হইবেক এবং লোকে কি তাহাই করিবেক। অতএব বিঃ সাঃ মহাশয়ের ঐ প্রমাণ কর্ম্মণ্য হইতেছে না।

বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি পুরাণবচনের এবং বৃহস্পতি ও ক্রতু-সংহিতার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে কলিযুগের লোক সকল শক্তি-হীন তপস্যাহীন এবং তাহাদিগের বল ও বুদ্ধি অতিশয় ক্ষীণ

থাকা জানিয়া ত্রৈকালজ্ঞ ঋষিগণ সকলে একত্র হইয়া ব্যবস্থা-পূর্ব্বক কলিযুগের জন্য যাহা যাহা নিষেধ করিয়াছেন তৎ-সমুদায় স্মৃতি বিরুদ্ধ হইলেও ঋষিগণ কর্ত্তৃক যুগভেদে ব্যবস্থা নির্ণয় হওয়ায় তাহা অবশ্যই বলবৎ প্রমাণ স্বরূপ মান্য ও গণ্য হইয়া ব্যবহারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এবং পরাশরের স্মৃতি ইহার পূর্ব্বকার শাস্ত্র হওয়াতে নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচন তিনি বাগদত্তার প্রতিই বলুন আর বিবাহিতার প্রতিই বলুন উহা অন্যান্য ঋষিবাক্যের সহিত এককালীন নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি বল যে বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি পুরাণ প্রচারের পরে পরাশরের স্মৃতি প্রচার হইয়াছে তাহা বলিতে পার না। কেননা পরাশরের স্মৃতিতে যে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান ছিল তাহা ঐ সকল পুরাণের বচন দ্বারা নিষেধ থাকা জানা যাইতেছে এবং রহিত হওয়া বিষয়ের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার উদ্দেশ থাকিলে তাহা স্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ত করিতেন এবং তৎসম্বন্ধে আবশ্যকীয় বিষয়ের এবং পৌনর্ভব পুত্র প্রচলিত হওয়ায় ব্যবস্থা অবশ্যই প্রণয়ন করিতেন অতএব এই কথাও কর্ম্মন্য হইতেছে না।

বিঃ সাঃ মঃ বলেন যে কলিযুগে পৌনর্ভব পুত্র রহিত হইয়াছে। পরাশর ঋষির তাহা পুনঃপ্রচলিত করার অভি-প্রায় ছিল না অথচ তিনি বিধবা বিবাহের বিধি নির্দ্দিষ্ট করি-য়াছেন ইহাতে ঐ বিধবার গর্ভজাত পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিতে হইবেক। এই অনুমান তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারে না। কেননা বিধবার বিবাহ হইলেই যে পুনর্ভূ এবং তদ্-গর্ভজাত পুত্র পৌনর্ভব ইহা সকল স্মৃতিকারের মত হইতেছে

বিশেষতঃ মনু ৯ অধ্যায় ১৭৫ শ্লোকে স্পষ্টরূপে তাহাই বলা হইয়াছে ইহা ব্যতীত কেহ কখন উহাকে ঔরস-পুত্র বলেন নাই তবে কি প্রকারে তাহাকে ঔরস-পুত্র বলা যাইতে পারে। অপিচ বিঃ সাঃ মঃ স্বীয় গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় বলেন যে সত্যযুগে যে শব্দের যে অর্থ ছিল কলিযুগেও সেই শব্দের সেই অর্থ হইবেক। তবে সত্যযুগের পৌনর্ভব কলিযুগের ঔরস কেন হইবেক এবং সত্যযুগের পুনর্ভূ কলিযুগেও তাহাই হইবেক ভিন্ন সে ধর্ম্মপত্নী কি প্রকারে হইতে পারে ইহা আমরা কিছুতেই স্থির করিতে পারি না। বিঃ সাঃ মঃ ইহার একটী প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। যথা

মহাভারতে ভীষ্ম পর্ব্ব ৯১ অধ্যায়।

অজ্ঞানন্নর্জ্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসং।

জঘানসমরেশূরাণ্ রাজ্ঞস্তান্‌ভীষ্মরক্ষিণঃ॥ বিঃ ৬২ পৃঃ।

ইরাবানের মৃত্যুর পরে অর্জ্জুন ঐ ঔরস পুত্র যে নিহত হইয়াছে তাহা জানিতে না পারিয়াও ভীষ্মরক্ষক পরাক্রান্ত রাজাদিগকে যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন। ইহাতে এই ঔরস শব্দে ঔরস লক্ষণাক্রান্ত পুত্র কি ঔরসজাত পুত্র বলা হইল তাহা দেখা যাউক। ঔরসপুত্রের লক্ষণ এই যে।

মনু ৯ অধ্যায় ১৬৬ শ্লোক।

স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধিযং।

তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রংপ্রথমকল্পিতং।

কুল্লুকভট্ট স্বভার্য্যায়াং কন্যায়ামেব কৃত বিবাহসংস্কারায়াং যং স্বয়ং উৎপাদয়েৎ। এবং বৌধায়ন বচন। সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিত মৌরস পুত্রং।

সবর্ণা অবিবাহিতা কন্যাকে যে বিবাহ করা যায় তাহার গর্ভে স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করে তাহাকে ঔরস পুত্র বলা যায় তাৎপর্য্য এই যে মনু যখন বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহে তাহাকে পুনর্ভূ ও তাহার পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়াছেন তখন অবিবাহিতাকে বিবাহ করায় তাহার গর্ভজাত পুত্র ঔরস পুত্র এবং সে শ্রেষ্ঠ পুত্র হইতেছে কুল্লূকভট্ট ইহা দৃষ্টে কন্যা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

এখন দেখা যায় যে। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়বর্ণ নাগকন্যা তাহার অসবর্ণা বিধবা তাহার গর্ভজাত পুত্র ঔরস লক্ষণাক্রান্ত পুত্র কখনই হইতে পারে না। তবে ইতিহাস দৃষ্টে এই সিদ্ধান্ত হয় যে অর্জ্জুনের ঔরস অর্থাৎ বীর্য্যজাত পুত্র নিহত হওয়া জানিতে পারিলে শোক প্রাপ্তে ক্রোধান্ধ হইয়া যে প্রকার ঘোরতর যুদ্ধ করিতেন তাহা না জানিতে পারিয়াও সেই প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন এই অভিপ্রায়ে ঔরস বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে ভিন্ন, বিধবার গর্ভে পরক্ষেত্রে জাত ইরাবানকে ব্যবস্থাপূর্ব্বক ঔরস লক্ষণাক্রান্ত পুত্র বলা হয় নাই এবং পুরাণের ঐ ইতিহাস ভাগের শব্দ দৃষ্টে যে সাধারণের পক্ষে বিধবার গর্ভজাত সন্তানকে ঔরস পুত্র বলিয়া গণ্য করিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা কোনক্রমে বলা যাইতে পারে না। যে হউক যখন বিধবার বিবাহই কলিতে নিষেধ হওয়ায় শাস্ত্রসম্মত তাহা রহিত হইয়াছে তখন অনর্থক পৌনর্ভবকে ঔরস পুত্র বলিয়া টানাটানি করিলে কি হইবেক। যেরূপ বৃক্ষের মূল নাই তথাপি তাহার শাখা আছে কি না তাহার বিচার করিতে হয় তদ্রূপ এই শাখাতর্ক অনর্থক হইতেছে।

অন্তপর বিঃ সাঃ মঃ দেখিলেন এই সকল তর্ক ফলদায়ক হই-বেক না তখন বলিতেছেন যে।

বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহ বিবাহিত পুরুষ বিবাহের ন্যায় অপ্রশস্তকল্প। বিঃ ১৭৬ পৃঃ।

কিন্তু ইহা কর্ম্মণ্য নহে। কেননা পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ হওয়ার বিধি শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ শাস্ত্রে নিষেধ হইয়াছে ইহাতে তুল্যরূপে অপ্রশস্ত কিরূপে হইতে পারে। পুরুষের দুই বিবাহের বিধি যথা।

বেদ

তস্মাদেকো দ্বেজায়ে বিন্দেত।

এক পুরুষ দুই স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে। এই গ্রন্থের প্রথমে এই মীমাংসা করা হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য এবং।

মনু ৫ অধ্যায় ১৬৮ শ্লোক।

ভার্য্যায়ৈপূর্ব্বমারিন্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।

পুনর্দ্দারক্রিয়াংকুর্য্যাৎ পুনরাধানমেবচ।

ভার্য্যা পতির অগ্রে মরিলে তাহার দাহাদি অন্তেষ্টি ক্রিয়া করিয়া পুত্রবান বা অপুত্রবান পুরুষ পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেক। এবং দ্বিজাতিরা শ্রুতি অথবা স্মৃতি বিহিত অগ্নি গ্রহণ করিবেক। ইহা দ্বারা পুরুষের দুইবার বিবাহে কোন দোষ দেখা যায় না তবে অপ্রশস্ত বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাহাতে কোন পাপ নাই। স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ হওয়াতে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহে সে পাপভাগিনী হওয়ায় তাহাকে অপ্রশস্ত বিবাহ কোনক্রমেই বলা যাইতে পারে না। বরং পাপিষ্ঠ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হই-

য়াছে। কেহ কেহ শাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলেন যে, ঈশ্বর স্ত্রী পুরুষ এই উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ নিষেধ এবং পুরুষের পক্ষে নিষেধ না থাকায় শাস্ত্র সকল পক্ষপাতি রূপে রচনা হইয়াছে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক কেননা। স্ত্রী ও পুরুষ সমান রূপে সৃষ্টি করেন নাই তাহাদিগের আকৃতি ও শক্তি, কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন থাকা দৃষ্ট হইতেছে। তন্মধ্যে প্রধান কথা এই যে পুরুষ দ্বারা অধিক প্রজা বৃদ্ধি হয় স্ত্রীলোক দ্বারা তাহা হয় না যথা। একটী পুরুষ সহস্র স্ত্রীতে এক বৎসরে সহস্র সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে একটী স্ত্রী সহস্র পুরুষে উপগতা হইলেও এক বৎসরে একটী সন্তান ব্যতীত উৎপন্ন করিতে পারে না যমজ হইলেও ৪ টীর অধিক কখনই হয় না। এবং স্ত্রীলোক যেরূপ গর্ভধারণ করিয়া সন্তান রক্ষা করিতে পারেন পুরুষের তাহা সাধ্য নহে। স্ত্রীলোক কোমলাঙ্গী পুরুষ কঠিনাঙ্গ বিধায় যুদ্ধাদি শ্রম সাধ্য কর্ম্ম পুরুষ ভিন্ন স্ত্রীলোকের পক্ষে বৈধ হয় নাই। বিশেষতঃ পুরুষেরা অধিক প্রজা উৎপন্ন করে বলিয়া সকল দেশে ও সকল জাতিতেই পুরুষের পুত্র পৌত্রাদি বংশ সকল পুরুষের নামে খ্যাত হইয়া থাকে এই সকল কারণে এবং অন্যান্য অনেক কারণে * বৈধরূপে প্রজা উৎপন্ন হই-বার নিমিত্ত ঐশ্বরিক বেদ দৃষ্টে ত্রৈকালজ্ঞ ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া পুরুষের দুই বা ততোধিক বিবাহ বৈধরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা গর্ভে প্রজা রক্ষা করেন

* ব্যবহারে স্বাভাবিক কারণ সকল লিখিতে হইলে গ্রন্থবাহুল্য হইয়া পড়ে কিন্তু তাহা প্রায় সকলেই জানেন তজ্জন্য অশ্লীল কথা সকল লেখা হইল না।

বলিয়া তাঁহাদিগের পুরুষান্তরের সহিত দ্বিতীয়বার বৈধ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বরং স্ত্রীলোককে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হয়। মনু ৯ অধ্যায় ১ হইতে ২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যদি বল যে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইলেও আরো অধিক প্রজাবৃদ্ধি হইতে পারে তাহাতে স্ত্রীলোকের প্রতি নিষেধ কেন হইল। ইহাতে বক্তব্য এই যে ঈশ্বরের কার্য্য সকল একই প্রকার নহে কেবল প্রজাবৃদ্ধি করিলেই হয় না স্ত্রীলোক দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি করিতে হইলে হয়ত এত অধিক বৃদ্ধি হয় যে পরিশেষে প্রজাগণ অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে পারে এ জন্যে এক পক্ষে বিধি দিয়া অন্য পক্ষে নিষেধ করা হইয়াছে। অতএব শাস্ত্র সকল পক্ষপাতি রূপে রচনা হওয়ার কথা বলা নিতান্ত পাপের কার্য্য হইতেছে। ফলতঃ কি কারণে কোন শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান ও তৎপ্রতি বাদানুবাদ না করিয়া শাস্ত্র সকল নির্ব্বিবাদে মান্য করা এবং শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। কেন না কি কারণে কোন শাস্ত্র হইয়াছে তাহা শাস্ত্রকর্ত্তা ত্রৈকালজ্ঞ ঋষিগণ জানেন তাঁহারা যে যে স্থলে কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রদৃষ্টে জানা যাইতে পারে আর যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখেন নাই তাহা অতিশয় দুর্জ্ঞেয় তাহা ও যাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়াও কঠিন কারণ যে কোন ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধান্ত করুন না কেন বুদ্ধিমানেরা তাহার উপর তর্ক করিতে পারেন তবে সঙ্গত মীমাংসার প্রতি কুতর্ক করা উচিত নহে। বিঃ সাঃ মঃ প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলিয়া যতই কুতর্ক করুন না কেন। যখন শাস্ত্রকর্ত্তারা

স্ত্রীলোকের বিবাহই শ্রেষ্ঠ সংস্কার এবং পাতিব্রাত্যই তাহাদিগের এক মাত্র ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তখন দ্বিতীয়বার তাহাদিগের বিবাহ হইবার উদ্দেশে ধর্ম্মসংগত কোন ব্যবস্থা করেন নাই ইহা চরমসিদ্ধান্ত হইতেছে। ইহার প্রমাণ এই যে।

মনু ২ অধ্যায় ৬৭ শ্লোক।

বৈবাহিকো বিধিস্ত্রীনাং সংস্কারো বৈদিক স্মৃতঃ।
পতি সেবাগুরৌ বাস গৃহর্থেহগ্নি পরিক্রিয়ঃ।

সকল স্ত্রীলোকের বিবাহ সংস্কারই দ্বিজাতির উপনয়নের ন্যায় প্রধান রূপবৈদিক সংস্কার হইতেছে। এবং তাহাদিগের স্বামীর সেবাই গুরুকুলেবাস গৃহকর্ম্মই সায়ং প্রাতর্হোম রূপ অগ্নিসেবা জানিবে। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে দ্বিজগণের উপনয়ন হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ আমরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী রূপে যে ব্রত সাধন করেন তদ্রূপ সকল জাতীয় স্ত্রীলোকের পক্ষে পাতিব্রাত্য ধর্ম্মই ঐ প্রকার ব্রত হইতেছে। ফলতঃ চাণ্ডালিনীও যদি আমরণ পর্য্যন্ত পতিপরায়ণা হয় তাহাকেও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর তুল্য জ্ঞান করিতে হইবেক। আর বৈবাহিক মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী পুরুষের দেহ, মন, প্রাণ, একই প্রকারের জ্ঞান হইয়া অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ হইয়া থাকে স্বামী মরিলেও সম্বন্ধ রহিত হয় না তজ্জন্য মৃতব্যক্তির কন্যা ও পিতামাতা সহোদর ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকাসত্বেও ঋষিগণ তাহার ধন স্ত্রীকে দিবার বিধি করিয়াছেন। আর মনুর৫ অধ্যায়১৫৫শ্লোকে আছে যে।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো নব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিংসুশ্রুষতে যেন তেনস্বর্গে মহীয়তে। ১৫৫।

স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন নিজের কোন যজ্ঞ নাই এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন ব্রত অথবা উপবাস নাই কেবল এক মাত্র স্বামীর সেবাদ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করে এবং

মনু ৫ অধ্যায় ১৫৬।

পাণিগ্রাহস্যসাধ্বী স্ত্রীজীবতোবামৃতস্যবা।
পতিলোক মভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং।

যে সাধ্বী স্ত্রী স্বর্গ ইচ্ছা করে সে স্ত্রী স্বামীর জীবদ্দশায় তাহার কোন অনিষ্টাচরণ করিবেক না এবং স্বামী মরিলে ব্যভিচার অর্থাৎ পুরুষান্তর ভজন দ্বারা এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অকরণ দ্বারা স্বামীর অনিষ্ট করিবেক না।) মনুর ৫ অধ্যায় ১৫১ শ্লোকে এই সকল কার্য্য নিষেধ আছে এই শ্লোকে অধিকন্তু ফলশ্রুতি থাকায় পিরুক্তি দোষ হইতেছে না। এবং

মনু ৫ অধ্যায় ১৫৭।

(কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্প মূল ফলৈঃ শুভৈঃ।
নতুনামাপিগৃহ্লীয়াৎ পত্যৌপ্রেতে পরস্যতু।

পতি মরিলে পবিত্র পুষ্প ফল মূলাদি আহার দ্বারা দেহ এবং কাম ক্ষীণ করিবে ও ব্যভিচার বুদ্ধিতে পর পুরুষের নাম গ্রহণ করিবে না। এবং

মনু ৫ অধ্যায় ১৫১৮।

আসীতা মরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যোধর্ম্ম এক পত্নীনাংকাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং।

পরম ধর্ম্মাভিলাষিণী সাধ্বী স্ত্রী বিধবা হইলে আমরণ পর্য্যন্ত এক মাত্র পতিপরায়ণা এবং ক্ষমাগুণশালিনী ও নিয়ম চারিণী হইয়া মধুমাংস মৈথুন পরিত্যাগ রূপ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত

অবলম্বন করিয়া দেহ ত্যাগ করিবেক। বিধবার পক্ষে ইহাই নিয়মবিধি হইতেছে। এবং মনুর ৫ অধ্যায় ১৬০ শ্লোকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারিণী বিধবা মরিয়া স্বর্গে গমন করে। এবং ১৬১ শ্লোকে পুত্রাভিলাষিণী বিধবা পূর্ব্ব স্বামীর অতিক্রম অর্থাৎ বিবাহাদি করিলে এবং ১৬৪ শ্লোকে পুরুষান্তর গামিনী হইলে সেই স্ত্রী ইহকালে নিন্দিতা এবং শৃগাল-যোনি প্রাপ্তা হয় ও মনুষ্য হইয়া জন্মিলে কুষ্ঠ্যাদি পাপরোগে পীড়িতা হইবেক এই প্রকার বহুতর শাস্ত্রে পাতিব্রাত্য ধর্ম্মের প্রশংসা ও ব্যভিচারের নিন্দা করা হইয়াছে ফলকথা পাতিব্রাত্য ধর্ম্ম এই যে যাবজ্জীবন এক মাত্র পতিই যাহার ব্রত তর্থাৎ এক পতিব্যতীত পত্যন্তরের ভজনা না করাকে পাতিব্রাত্য ধর্ম্ম বলে তাহাতে স্বামী মরিলেও তদুদ্দেশে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ইহার অন্তর্ভূত হইতেছে। ইহাতেই স্ত্রীলোকের সৎগতি লাভ হয় ইহার ব্যতিক্রম করিলে নরকে যাইতে হয় তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব যে কোন প্রকারে বিধবার বিবাহ দেওয়া যাউক না কেন তাহাতে তাহার পাতিব্রাত্যধর্ম্ম কিছুতেই রক্ষা হইবেক না এজন্য বিধবার বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে।

এই পর্য্যন্ত শাস্ত্র সকল মীমাংসা করা হইল তাহাতে শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা দ্বারা বিধবাবিবাহ অনুচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইতেছে ঐ সিদ্ধান্ত সকল যে যে শাস্ত্র সকল দৃষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে তৎসমুদায় অধ্যায় ও অঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চতুর্থ সংস্করণের পুস্তক হইতে তাঁহার স্বীকার উক্তি প্রভৃতি যে সকল পত্রাঙ্ক দেওয়া

হইয়াছে যদি তাহাতে কেহ কোন সন্দেহ করেন তবে তিনি ঐ ঐ পুস্তকের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিবেন নতুবা আর উপায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রসঙ্গাধীন অন্যান্য যে সকল বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বিধায় তাহার উত্তর লেখার প্রয়োজন হইতেছে না।

সম্প্রতি নলডাঙ্গার রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেবরায় মহাশয় যে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন তদ্বিষয় অতি অল্পমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবেক। কেন না।

ঐ পত্রে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ বচন সকল উল্লেখ না করিয়া কেবল পুনর্ভূবিবাহ সম্বন্ধীয় কয়েকটী বচন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ঐ পুস্তকের উপসংহার ভাগের কয়েকটী কথা অবিকল প্রতিলিপি করতঃ অন্যান্য অনেক বিষয় ঐ পুস্তকে দ্রষ্টব্য বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের বিষয় অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত আবশ্যকীয় মীমাংসা পূর্ব্বে করাতে রাজা মহাশয়ের প্রশ্নের মীমাংসা এক প্রকার হইয়াছে সুতরাং আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। তবে দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর বিধানের উল্লেখ করিয়া বিধবার বিবাহে পোষক প্রমাণস্বরূপ যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইতেছে। কেননা মহাভারত পাঠ করিলে সকলেই বুঝিবেন যে দময়ন্তী আপন স্বামী নলকে আনিবার জন্য ঋতুপর্ণ রাজার সভায় দূত প্রেরণ করিয়া কৌশলে স্বয়ম্বরের কথা প্রকাশ করেন তাহাতে অন্যকোনস্থানে ঘোষণা দেওয়া হয় নাই এবং ঋতুপর্ণ রাজা ব্যতীত অন্য কোন রাজা দময়ন্তীর পিত্রালয়ে গমন করেন

নাই এবং স্বয়ম্বরের কোন সভাও হয় নাই। এই সত্যযুগের কথা কলিতে তাহার প্রমাণ দর্শাইতেছেন সুতরাং তাহা অশাস্ত্রীয় হইতেছে। ঐ পত্রখানির প্রথমভাগে বলেন যে সমাজ পরিবর্ত্তন হওয়াই উচিত, কেননা ব্যবহার পরিবর্ত্তন না হইলে তাহার জীবন নাই। তৎপরে বলেন যে বিধবা বিবাহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে প্রচলিত ছিল এক্ষণ তাহা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না ইহার কোন কথা স্থির তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে হউক রাজসভা হইতে এরূপ অসংলগ্ন ও অস্পষ্ট উক্তি এবং শাস্ত্র গোপন করিয়া অশাস্ত্রীয় বিধবা বিবাহে কৃতসংকল্প হওয়া বলিয়া যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে হউক রাজামহাশয় এই অকীর্ত্তিকর কার্য্যে অনর্থক অর্থ ব্যয় না করিয়া কৃতসংকল্প হইতে ক্ষান্ত হউন বরং যাহাতে সৎকীর্ত্তি লাভ ও দেশের ধর্ম্ম রক্ষা হয় তাহাই করুন।

# বিধবা বিবাহ যুক্তিবিরুদ্ধ হইতেছে।

———ooo———

যদি কেহ বলেন যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত কি না তাহা সন্দেহ স্থল হইলেও বিঃ সাঃ মহাশয়ের পুস্তকে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা অবলম্বন করা উচিত কেননা যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হইয়া যাবজ্জীবন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে ঐ সকল বিধবার বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। একথা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কারণ এই যে শাস্ত্র ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ নীতি প্রচলিত করিলে ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবেক না। কেননা যে বিধবা নারী নিকৃষ্ট রিপু যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে তাহার বিবাহ দিলেও ঐ দোষ রহিত হইবার সম্ভব নহে বরং বিধবা নারীর পতি গ্রহণের দ্বার অবারিত থাকিলে যে যুবতীর পতি বৃদ্ধ বা কোন কারণে অপ্রিয় হইবে সেই নারী কামে মুগ্ধা ও স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া মনোনীত পতি গ্রহণের প্রলোভনে পতি হত্যা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কুকার্য্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না। ফলতঃ বিধবাদিগের প্রথম হইতে ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় রাখিয়া সদুপদেশ প্রদান করিলে তাহারা সতী বিধবাদিগের আচার ব্যবহার দৃষ্টে এবং শাস্ত্র ও সমাজের শাসনে পাপভয়ে কদাচ কুকার্য্য কবিবে না। এবং

যে বালিকা বিধববাদের স্বামী জ্ঞান জন্মে নাই ও যাহাদের মনে আদৌ ইন্দ্রিয় সুখ প্রবেশ করে নাই তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা আরও সহজ হইয়া ক্রমশ সতীত্ব ধর্ম্ম প্রবল হইবে। নতুবা ধর্ম্ম ও নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য সমাজে স্বীকার করিলে এককালে মন্দ কার্য্য দ্বার উদ্ঘাটন হইয়া তাহাতে স্বভাবতঃ মুগ্ধা ও কামুকা অবলাগণের মনে সর্ব্বদা কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করণের চেষ্টা হইতে থাকিবে। এবং ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে নানাপ্রকার উপভোগ দ্বারা যৌবনকালে অনলে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় কন্দর্প যাতনা সমধিক বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে এবং ঐ নারীকে পুনরায় বিবাহ দিলে নূতন বিবাহিত পতির সহিত পূর্ব্বোক্ত মত কোন প্রকার মনান্তর ঘটিলে অথবা সেই পুরুষ ঐ স্ত্রীর মনোমত না হইলে নানামত কদর্য্য উপায়ে তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া আর এক নূতন পুরুষকে পতি গ্রহণ করিতে পারে, এবং পুনঃ পুনঃ ঐ কার্য্যের প্রতিবন্ধক না থাকাতে ভ্রূণহত্যা ও পতিহত্যা উভয় প্রকার পাপের স্রোত বৃদ্ধি হইবার নিতান্ত সম্ভব তবে যদি কেহ বলেন যে মনের মিলন করিয়া বিবাহ করিলে মনান্তর হওয়ার সম্ভব নাই কিন্তু সেইরূপ মনের মিলন নির্জন সহবাস ব্যতীত ঘটিতে পারে না। তাহাতে অগ্রে বিধবাকে ব্যভিচারিণী করিয়া পশ্চাৎ বিবাহ করিতে হয়। তাহাতেও যে স্বামীর সহিত মনোবাদ হইতে পারে না এমত নহে কেননা কোন কোন জাতীয় সম্প্রদায়ে দেখা যায় যে অগ্রে উভয়ের মনোমিলন হইয়া বিবাহ হয় পশ্চাৎ আবার তাহাদের মধ্যেই দাম্পত্য সত্ত্ব পরিত্যাগের অনেক অভিযোগ হইয়া থাকে।

অতএব ঐরূপে বিবাহ হইলেও দোষ পরিহার হয় না। (যদি বল যে বাল্যাবস্থায় বিবাহ হইয়া ঐ অবস্থায় বিধবা হইলে তদবস্থায় তাহার বিবাহে কোন দোষ দেখা যায় না একথা বলিলেও সম্পূর্ণ দোষ ঘটে। কারণ এই যে বাল্যাবস্থায় তাহার কোন অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে হয় না কিন্তু সে যৌবন প্রাপ্তে যাতনা সহ্য করিতে পারিবে কি না তাহা অগ্রে জানা যায় না, এমতাবস্থায় পাতিব্রাত্য ধর্ম্ম রহিত করিয়া অনর্থক তাহাকে পাপভাগিনী করা কর্ত্তব্য নহে। হয়ত ঐ স্ত্রীলোক স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আজীবন কালযাপন করতঃ পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইল, ইহাও নিতান্ত পাপের কার্য্য হই-তেছে। বিশেষতঃ ঐরূপ যাতনা যে বিধবা নারীগণ একে-বারেই সহ্য করিতে অপারগ হইবে ইহা কদাচ স্বীকার্য্য ও যুক্তিসঙ্গত নহে। ভদ্রবংশীয়া অধিকাংশ বিধবা রমণীগণকে সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকিতে দেখা যায়। এমন কি ভিন্ন সম্প্রদায় রোমাণ ক্যাথোলিকদিগের স্ত্রীলোকেরা বিবাহ না করিয়াও চিরজীবন যাপন করিয়া থাকে, ইহাতে যে আর্য্য-বংশীয়া বিধবা নারীগণ ব্রহ্মচর্য্য নিরত হইয়া তুচ্ছ ইন্দ্রিয় যাতনা সহ্য করিতে পারিবে না ইহা কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। যদি বলেন যে উহাতে অন্তত কথকাংশ বিধবা দূষণীয়া হইবা-রত সম্ভব আছে তাহাদিগের দ্বারা ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপ ঘটিতে পারে তাহা নিবারণ করা উচিৎ নতুবা প্রজা বৃদ্ধি না হইয়া ক্ষয় হইবারই সম্ভব। ইহাতে বক্তব্য এই যে ঐ রূপ বালিকা বিধবা অতি অল্প সংখ্যক মাত্র হইতেছে।) (বিশে-

যতঃ বিধবার গর্ভজাত পুত্র দ্বারা পারলৌকিক কোনও উপকার নাই কেননা শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রযুক্ত ঐ পুত্রের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমস্তই পণ্ড হইয়া থাকে এবং সম্প্রতি মনুষ্য গণনাতে যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে এক্ষণ প্রজা বৃদ্ধির প্রয়োজন না থাকা দৃষ্ট হইবে। কারণ প্রজার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। তবে আর নিষ্প্রয়োজনে অবৈধ প্রজা বৃদ্ধির চেষ্টা কি জন্য করা যাইবেক তাহা বুঝা যায় না। (পরন্তু ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হইয়া যে ভ্রূণহত্যা করে কে তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে সে পাপের ভাগিনী সেই স্ত্রী ও তাহার সাহায্যকারীরা হইবেক ইহাতে অন্যের কি দোষ বর্ত্তিতে পারে। বরং বিধবার বিবাহে সম্মত হইলেই নানারূপ কুৎসিত পাপের উৎসাহ দেওয়া হইবে অর্থাৎ যাহাতে সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় তাহার সাহায্য করিলে অবশ্যই পাপী হইতে হইবে। আর বিধবার বিবাহ দিলে সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় না একথা স্বীকার করাও দুঃসাধ্য কেননা যখন শাস্ত্রে আছে যে স্ত্রীলোকের প্রথম বিবাহিতা স্বামী ভিন্ন পুরুষান্তর ভজনা করিলেই তাহার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম থাকে না। তখন ঐ স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করুক বা প্রেমদাস বাবাজির সেবাদাসী হউক অথবা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য রূপে ব্যভিচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকুক তাহা সকলই তুল্যরূপে সতীত্ব নাশক হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যে নারী বিধবা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক রিপু দমন করিয়া পতি পরায়ণা রূপে স্বাধীন অবস্থায় ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া জীবন পরিত্যাগ করেন তিনি ইহকালে মান্যা হইয়া পরকালে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন

তদপেক্ষা তাঁহার পুনর্ব্বিবাহে কোন প্রকারে সুখ নাই বরং অনন্ত দুঃখ হইতে থাকে। কারণ যাহার সহিত বিধবা নারীর পুনর্ব্বিবাহ হয় তাহার অধীন থাকিয়া সর্ব্বদা সেবা করিতে হয় এমন কি সময় সময় বিষ্ঠা মুত্রাদি পরিমোচন ও তাহাতে ত্রুটী হইলে অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কারণ ঘটিলে প্রহার পর্য্যন্তও সহ্য করিতে হইবে এবং পরকালে নরকে গমন করিবে। যদি বলেন যে প্রথম বিবাহেও এইরূপ কষ্ট সহ্য করিবার কারণ আছে। তাহাতে বক্তব্য এই যে প্রথমে বিবাহ শাস্ত্রে কর্ত্তব্য বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহাতে ধর্ম্ম রক্ষা ও পরকালে সদ্গতি লাভ হয় জানিয়া সেই সকল প্রথম বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীদের তদ্রূপ ক্লেশ সহ্য করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইয়া থাকে না। বিশেষতঃ প্রথম বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অসদ্ভাবের স্থল অতি বিরল সুতরাং তাহাতে কোন মতেই কষ্ট সহ্যের কারণ হয় না। কিন্তু অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া কষ্ট সহ্য করার কোন ফল দেখা যায় না। যেমন পিত্তবৃদ্ধি হইলে প্রথমে তিক্ত ভোজনে কষ্ট কিন্তু পরিণামে রোগশান্তিরূপ সুখ বৃদ্ধি হয় এবং ঐরূপ অবস্থায় প্রথমে মিষ্ট ভোজনে সুখজ্ঞান করিয়া পরিশেষে রোগবৃদ্ধি হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। তদ্রূপ বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে কিছু দিন শারীরিক যাতনা সহ্য করিয়া যৌবনকাল অতীতে অনন্ত সুখের ভাগিনী হয়েন নতুবা অল্প কালের নিমিত্ত পুনর্ব্বিবাহ দ্বারা বাসনা চরিতার্থ করিয়া অনন্ত দুঃখে নিপতিত থাকিবেন তাহার সন্দেহ নাই। আর এতদ্দেশবাসীরা অনেকেই গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে পৃথিবীতে যত দেশ বা জাতি আছে তাহার মধ্যে

ভারতবর্ষবাসী আর্য্য সন্তানেরা সকলের শ্রেষ্ঠ ও আদিম সভ্য। তাহার মুল কারণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও সদাচার এবং সদ্ব্যবহার ও জাতি ভেদ এবং পান ভোজনাদির নিয়ম ও সত্য অহিংসা দয়া প্রভৃতি বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা এই সকল সৎকার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাতে যদি স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিবার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া যায় তবে আর সেই সভ্যতার গর্ব্ব কোন ক্রমেই থাকিবেক না।) (কেন না ইংরাজ ও মুছলমান প্রভৃতি কোন জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বংশে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রচলিত থাকা সচরাচর দেখা যায় না, বিশেষতঃ মুছলমানদিগের মধ্যে যে স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় ঐ স্ত্রী এবং তাহার পুত্রগণ সমাজে ঘৃণিত ভাবে ব্যবহৃত হওয়া দেখা যায়। তবে কি হিন্দু মুছ-মান সকল জাতির মধ্যে নিতান্ত নিকৃষ্ট সম্প্রদায় মধ্যে ঐ মত ঘৃণিত কার্য্য যে স্থলে চলন আছে সেস্থলে তাহারা নিকৃষ্ট বলিয়াই সর্ব্বত্রে পরিচিত হইয়া থাকে।) (অতএব আর্য্য সন্তানেরা ঐরূপ ব্যবহার করিলে নিকৃষ্টের সহিত কোন প্রভেদ থাকিবে না সুতরাং তাহাদের চিরগর্ব্ব এক কালে চুর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব বিধবা বালিকাই হউন আর যুবতী অথবা বৃদ্ধাই হউন কিম্বা অক্ষত বা ক্ষতযোনিই থাকুন তাহা-দিগের বিবাহ দেওয়া সমাজে স্বীকার করিলে অচিরাৎ এতদ্দে-শের আচার ব্যবহার সতীত্বধর্ম্ম এবং অহিংসা সত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সমস্তই বিনষ্ট হইয়া সমাজ উচ্ছিন্ন যাইবেক। সমাজ উচ্ছিন্ন হইলে দেশ অধঃপতন হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।) (যে হউক ভারতবর্ষ এক্ষণ ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন দেশীয় রাজার শাস-

নাধীনে আছে ঐ রাজ্যের ধর্ম্ম পৃথক হইতেছে ইহা বিবচনা করিয়া যাহাতে সমাজ ও ধর্ম্ম এবং সতীত্ব রক্ষা হয় সাধু মহোদয়গণের তাহাই করা কর্ত্তব্য হইতেছে। (বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণ ভ্রমে পতিত হইয়া বলেন যে বিধবার অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণ হত্যা পাপের স্রোত প্রবল করিতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন ইহা নিতান্ত কল্পনা মাত্র। কেন না তাঁহারা সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের ঘরে এরূপ ঘটনা যে দেখিয়াছেন কি বিশ্বস্ত-রূপে শুনিয়াছেন তাহা কদাচ সম্ভব নহে তবে শত সহস্রের মধ্যে কুকর্ম্মসালিনী কোন একটী তাঁহাদের দর্শন পথে পতিত হইয়া থাকিলেই যে সতী সাধ্ব্যা সকল বিধবা নারীর প্রতি ঐ রূপ দোষারোপ করিতে হইবে ইহা কোন ক্রমেই বিজ্ঞ লোকের উচিত নহে। বাস্তবিক উহা কেবল তাঁহাদের মনের গতি ভিন্ন নহে। যেমত কোন একটী প্রধান গ্রামে দুই একটী প্রসিদ্ধ চোর বা ডাকাইত থাকিলে লোকে সচরাচর ঐ গ্রামখানিকে চোর ও ডাকাইতের গ্রাম বলিয়া থাকে এস্থলেও তদ্রূপ ঘটিতেছে। নতুবা এই ভারতে ভদ্রবংশীয়া লক্ষ লক্ষ বিধবা নারী বর্ত্তমানা আছে, তাহারা প্রায়ই স্বধর্ম্ম-নিরতা হইয়া কালযাপন করিতে দেখা যাইতেছে দুর্ভাগ্য-বশতঃ প্রশংসিত মহাশয়েরা তাহা কি একবারও মনে ধারণা রাখিতে কি তৎপ্রতি চক্ষুরুন্মীলন করিতে পারিলেন না। যদি কোন দুই একটী কুকর্ম্মশালিনী হতভাগিনী নারী তাঁহাদের শ্রুতি বা নয়ন গোচরে পড়িয়া থাকে তাহাতেই যে দেশ শুদ্ধ বিধবা অসতী বলিয়া অনুমান করিতে হইবে ইহা নিতান্ত

অসঙ্গত। ফলতঃ ধর্ম্মপরায়ণা বিধবার সংখ্যাই অধিক, তবে তাহারদিগের মধ্যে কেহ হবিষ্যান্ন ভোজন এবং কুশাসন বা কম্বলাসনে শয়ন করুন অথবা নিরামিষ্য ভোজন ও শয্যায় শয়ন করুন তাহাতে কিছুই আইসে যায় না, কেননা যাঁহারা স্বামীর শয্যা রক্ষা করেন তাঁহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করা হয় তাহার সন্দেহ নাই। বাস্তবিক স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য পাতিব্রাত্য ধর্ম্মের অন্তর্ভূত হইতেছে। ইহাতে পুরুষান্তর ভজনা না করিলেই ঐ ধর্ম্ম রক্ষা হয় তাহাই অধিকাংশ বিধবারা করিয়া থাকেন। এবং তাঁহারা কখনই ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবেন না। যদি অচল হিমাচল চলিত হয়েন এবং চন্দ্রসূর্য্য ভূতলে খসিয়া পড়েন তথাপি সতীর মন বিচলিত হইবে না। তবে কুকর্ম্ম সালিনীরা পুনরায় বিবাহই করুক বা অন্য পথাবলম্বিনী হউক সাধু সমাজ কদাচ তাহাতে অনুমোদন করিবেন না। বরং সদুপদেশ দ্বারা যাহাতে সমাজে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় তাহাই করিবেন। অতএব কিসে ধর্ম্ম রক্ষা হয় তাহার উপায় নির্দ্দেশ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে হেতু আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন প্রভৃতি কার্য্য সকল সামান্যরূপে মনুষ্য ও পশুদিগের তুল্য হইতেছে ইহার মধ্যে মনুষ্যের অতিরিক্ত ধর্ম্মজ্ঞান থাকাতেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইতেছেন। ঐ ধর্ম্ম জ্ঞানের অভাব হইলে মনুষ্য ও পশুর মধ্যে আর কোন প্রভেদ থাকিবে না। বিজ্ঞ মহাশয়রা উহা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে কতিপয় মহোদয়গণের যে কি প্রকার বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা কোন ক্রমেই নিবারণ হয় না। তাঁহারা শাস্ত্র যুক্তির বিপ-

নীত মর্ম্ম গ্রহণে স্বয়ং মুগ্ধ এবং অন্যকেও মুগ্ধ করিতে ক্রটী করেন না। হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায়? তোমার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারে না। এক্ষণপর্য্যন্ত তোমার এক পদ বর্ত্তমান আছে তবে কেন লোকের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিতেছে। হা ধর্ম্ম-শাস্ত্র! তোমাদিগের শাসনেই ধর্ম্ম ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। তোমরা না থাকিলে মনুষ্য অসভ্য পশুবৎ নিকৃষ্ট জাতির ন্যায় ব্যবহার করিয়া এত দিন অধঃপতন হইত। তবে কি তোমাদিগের সে সকল শাসন আর থাকিবে না। হে ঋষিগণ! তোমরাইত ধর্ম্মপ্রকাশক তবে কেন এক্ষণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া আছ, একবার দৃষ্টিপাত কর। ঐ দেখ তোমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল অধর্ম্ম সাগরের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। হে সাধ্বী বিধবাগণ! তোমরা আর্য্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ তথাপি তোমারদিগকে যিনি মিথ্যা দোষারোপ ও ঘৃণিত ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক কুপ্রবৃত্তি দিবেন তাহাতে তিনিই পাপী হইবেন। তোমারদিগের ধর্ম্মের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবেন না। তোমরা নির্ভয় চিত্তে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে পতিপরায়ণা থাকিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা কর তাহাতে নিশ্চয়ই ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ক্ষুদ্র সাগরের তরঙ্গ মধ্যে বাস্তবিক কোন ভয় নাই। কেননা সাধু সমাজ অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থাতে কখনই সম্মত হইবেন না। এখনও কলির পাঁচ হাজার বৎসর গত হয় নাই। পতিতপাবনী ভগবতী ভাগিরথীও ভূতলে আছেন। ৺ জগন্নাথ দেব ও শালগ্রামশীলাও বর্ত্তমান ও পূজিত রহিয়াছেন। এবং সাধু সমাজে অদ্যাপি বেদ-বিহিত

কর্ম্ম ও হরিনাম সংকীর্ত্তন চলিতেছে। তবে কি দেখিয়া মহোদয়গণ ধর্ম্ম লোপের চেষ্টা করিতেছেন তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝা যায় না। পূর্ব্বকার গ্রন্থকর্ত্তা শূলপানি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতির কি দয়া ছিল না তাঁহারা কি শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জানিতেন না তাঁহারা কি দয়া প্রকাশে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিতে পারিতেন না শাস্ত্রীয় হইলে অবশ্যই পারিতেন। তবে মহোদয়গণের এরূপ অশাস্ত্রীয় দয়া কেন উপস্থিত হইল। কৈ অদ্যাপি কোন আর্য্য বংশীয়া বিধবাত অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া বিবাহার্থে কোন ঘোষণা প্রচার করিতে শুনা যায় নাই। এবং তাহারা পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতেও দেখা যায় না। তবে অন্যের প্রয়োজন কেন হইতেছে। হায় ব্রহ্মচর্য্য কি এই সামান্য যাতনা নিবারণ করিতে পরিতেছেন না। ধিক কন্দর্প তোমার কি আর স্থান নাই। তুমি যেমন ভগবান ভবানীপতির কোপানলে দগ্ধ হইয়াছিলে তদ্রূপ সতীর কোপাগ্নিতে নিঃশেষিতরূপে ভস্মাবশেষ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ধিক পাণ্ডিত্য! যিনি পণ্ডিত হইয়া ধর্ম্ম লোপের চেষ্টা করেন। ধিক অসতী নারীর যে সামান্য যাতনাকে অসহ্য জ্ঞানে পবিত্র নারীকুলকে কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করে। ধিক তাহার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের ধিক, যাহারা নারীকে সদোপদেশ না দিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিতে থাকে। ধিক সেই পুরুষের যিনি আর্য্য ধর্ম্মের বিপরীত বিধবা রমণীকে ধর্ম্মপত্নী রূপে গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন। ধিক প্রবৃত্তি যে পরের উচ্ছিষ্ট পাত্রে ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। ধিক পতির

প্রেম যাহা মৃত্যু হইলে রহিত হয়। হায় কি বিপদ জগতে কি আর সতী থাকিবেনা এই অসময়ে জগৎ কি ছারখার হইয়া যাইবে। হে জগদীশ্বর রক্ষা কর। হে মাতর্জ্জগদম্বীকে দাক্ষায়ণি, মাতর্জ্জনকনন্দিনী সীতে, মাতঃ সাবিত্রী ও অনুসুয়ে এবং স্বর্গীয় অন্যান্য পতিপরায়ণা সাধ্বীগণ, তোমরা জগতে প্রত্যক্ষ হইয়া পুনরায় সতীত্ব ধর্ম্ম প্রচার কর নতুবা আর উপায় নাই। অতএব হে মহোদয়গণ আপনারা শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে যাহাতে স্বদেশের ধর্ম্ম বৃদ্ধি এবং সভ্যতার গৌরব রক্ষা হয় তাহাই করুন অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক বিধবা বিবাহ অনুচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া আপন আপন কৃত সংকল্প হইতে বিরত হউন কিমধিক নিবেদনমিতি।

শ্রীজনমেজয় শর্ম্মা ঘটক

যশোহর।